রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ২২, ১৯৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-৯

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ই এপ্রিল ১৯৯৭/২৯শে চৈত্র ১৪০৩

এস, আর, ও নং-৯৫-আইন/৯৭/শ্রজম/শা-৯/রায়-৫/৯৫—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা:-

ক্রমিক	মামলার নাম	মামলার নম্বর
১	২	৩
১	অভিযোগ মামলা	৭৪/৯২
২	অভিযোগ মামলা	৭৫/৯২
৩	অভিযোগ মামলা	৭৬/৯২
৪	অভিযোগ মামলা	৮৮/৯২

মূল্য : টাকা ১৫.০০

১	২	৩
৫	অভিযোগ মামলা	৯০/৯২
৬	মজুরী পরিশোধ মামলা	৩০/৯৫
৭	মজুরী পরিশোধ মামলা	৭/৯৬
৮	আই, আর, ও, মামলা	২২৯/৯৫
৯	আই, আর, ও, মামলা	২৩০/৯৫
১০	আই, আর, ও, মামলা	২৩১/৯৫
১১	আই, আর, ও, মামলা	২৩২/৯৫
১২	আই, আর, ও, মামলা	২৩৩/৯৫
১৩	আই, আর, ও, মামলা	২৩৪/৯৫
১৪	আই, আর, ও, মামলা	২৩৫/৯৫
১৫	আই, আর, ও, মামলা	২৩৬/৯৫
১৬	আই, আর, ও, মামলা	২৩৭/৯৫
১৭	আই, আর, ও, মামলা	২৬১/৯৫
১৮	আই, আর, ও, মামলা	২৬২/৯৫
১৯	আই, আর, ও, মামলা	২২৮/৯৫
২০	আই, আর, ও, মামলা	৪৩/৯৫
২১	আই, আর, ও, মামলা	১১৪/৯৫
২২	আই, আর, ও, মামলা	৪৪/৯৫
২৩	আই, আর, ও, মামলা	১১৩/৯৫
২৪	আই, আর, ও, মামলা	৩৫/৯৬
২৫	আই, আর, ও, মামলা	২৪১/৯৫
২৬	মজুরী পরিশোধ মামলা	২৮/৯৫
২৭	ই, ও, কেস নং	২/৯৬
২৮	মজুরী পরিশোধ মামলা	৫৩/৯৫
২৯	ফৌজদারী মামলা	৩৬/৯৫
৩০	ই, ও, কেস নং	৬/৯৪
৩১	মজুরী পরিশোধ মামলা	১৮/৯৫
৩২	ফৌজদারী মামলা	৩৪/৯৬
৩৩	ফৌজদারী মামলা	২/৯৬

১	২	৩
৩৪	অভিযোগ মামলা	৫২/৯৫
৩৫	ফৌজদারী মামলা	৩৫/৯৬
৩৬	আই, আর, ও, মামলা	৭৫/৯৪
৩৭	আই, আর, ও, মামলা	৭৪/৯৪
৩৮	আই, আর, ও, মামলা	৩২/৯৫
৩৯	মজুরী পরিশোধ মামলা	৩১/৯৫
৪০	অভিযোগ মামলা	৪/৯৬
৪১	অভিযোগ মামলা	৫/৯৫
৪২	অভিযোগ মামলা	৫৩/৯৫
৪৩	আই, আর, ও, মামলা	২০৩/৯৫
৪৪	আই, আর, ও, মামলা	২০১/৯৫
৪৫	অভিযোগ মামলা	২১/৯৪
৪৬	অভিযোগ মামলা	১৯/৯৬
৪৭	অভিযোগ মামলা	২০/৯৬
৪৮	অভিযোগ মামলা	৬১/৯৪
৪৯	অভিযোগ মামলা	৬২/৯৪
৫০	অভিযোগ মামলা	৬৩/৯৪
৫১	অভিযোগ মামলা	৬৪/৯৪
৫২	অভিযোগ মামলা	৬৫/৯৪
৫৩	অভিযোগ মামলা	৮৬/৯৪
৫৪	অভিযোগ মামলা	৮৭/৯৪
৫৫	অভিযোগ মামলা	২৪/৯৫
৫৬	আই, আর, ও, মামলা	৭/৯৬
৫৭	অভিযোগ মামলা	৬৬/৯৪
৫৮	ফৌজদারী মামলা	৬৫/৯৫
৫৯	আই, আর, ও, মামলা	২৪৬/৯৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মীর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

শ্রম ভবন, (৭ম তলা)

৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ৭৪/৯২, ৭৫/৯২, ৭৬/৯২, ৮৮/৯২ ও ৯০/৯২

(১) মোঃ সামসুল হক, প্রযত্নে-তহিদ আলী মৌলভী
গ্রাম দোলেশ্বর পাড়া, পোঃ দোলেশ্বর, থানা কেরানীগঞ্জ ঢাকা—
অভিযোগ মোঃ নং ৭৪/৯২।

(২) মোঃ আইয়ুব আলী, প্রযত্নে-আশকর আলী,
গ্রাম নায়েরগাঁও, থানা মতলব, জেলা চাঁদপুর—অভিযোগ মোঃ নং ৭৫/৯২।

(৩) মোঃ আলাউদ্দিন, প্রযত্নে হোসেন আহাম্মদ,
টুককু মিয়ার বাড়ী, পোঃ দোলেশ্বর, থানা কেরানীগঞ্জ, জেলা ঢাকা—
অভিযোগ মোঃ নং ৭৬/৯২।

(৪) মোঃ আয়েত আলী,
সাং ভূইঘর, পোঃ কুতুবপুর (পাগলা বাজার), জেলা নারায়ণগঞ্জ—
অভিযোগ মোঃ নং ৮৮/৯২।

(৫) নবী উল্লাহ, সাং ভূইঘর,
পোঃ পাগলা বাজার, জেলা নারায়ণগঞ্জ—অভিযোগ মোঃ নং ৯০/৯২—প্রথম পক্ষগণ

বনাম

(১) চাঁন্দ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
পক্ষে ইহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, চাঁন্দ ম্যানশন, ৬৬, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
চাঁন্দ টেক্সটাইল মিলস লিঃ, শ্যামপুর কদমতলী, ঢাকা-১২০৪।

(৩) জেনারেল ম্যানেজার,
চাঁন্দ টেক্সটাইল মিলস লিঃ, শ্যামপুর কদমতলী ঢাকা-১২০৪—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত : জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব হেদায়েত উল্লাহ (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব মঞ্জুরুল আহসান (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।
রায়ের তারিখঃ ১০-৯-১৯৯৬ ইং।

রায়

১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারার আওতায় মোঃ সামছুল হক, কর্তৃক মোকদ্দমা নং-৭৪/৯২, মোঃ আইয়ুব আলী কর্তৃক ৭৫/৯২, মোঃ আলাউদ্দিন কর্তৃক ৭৬/৯২, মোঃ আয়েত আলী কর্তৃক ৮৮/৯২ এবং নবীউল্লাহ কর্তৃক ৯০/৯২ নম্বর দায়েরী অভিযোগ মোকদ্দমাসমূহ একত্রে পর্যালোচনা ও রায়ের জন্য গৃহীত হইল।

অভিযোগ ৭৪/৯২ নম্বর মোকদ্দমার বাদী ইং ১৮-৩-৬৭ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং তিনি তাহার মূল মজুরী মহার্ঘ ভাতাসহ ১৪১৬ টাকা এবং মোট মজুরী ২০১৯ টাকা প্রাপ্ত হন। তাহার চাকুরীর রেকর্ড নিষ্কলুষ। তিনি চাঁদ টেক্সটাইল মিলস শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর-১১৪৭ এর একজন সক্রিয় সদস্য। উক্ত ইউনিয়নের ১১-১০-৯০ইং তারিখের নির্বাচনে দ্বিতীয় পক্ষের প্রভাবের ফলে প্রথম পক্ষের সমর্থিত প্যানেল পরাজিত হয় এবং দ্বিতীয় পক্ষের যোগসাজসে লুৎফর--মজিবুর কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। প্রথম পক্ষের সমর্থিত প্যানেল পরাজিত হওয়ায় তাহাদের বহু নেতা কর্মীকে মারধর করা হয়। এমতাবস্থায়, ইং ১-১-৯১ তারিখে প্রথম পক্ষ এক মাসের নোটিশ দিয়া দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানের চাকুরী হইতে ইস্তফা প্রদান করেন এবং তৎকর্তৃক বিটিএমসির চিঠি নং ইআরডি/টিএমসি/এসআই এস সি-শ-২৩(II)/১০৯৬, তারিখ ২৪-৩-৭৮ এবং সরকারী স্মারক নং-শ্রওঃ-১০/মজুরী-৪/৮৯/১০৮, তারিখ ৯-৯-৮৯ মোতাবেক গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি চূড়ান্ত হিসাব প্রদান করার দাবী জানান হয়। কারণ দ্বিতীয় পক্ষ তাহার ইস্তফা পত্রের বিষয়ে কার্যকরী কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় এবং তাহার পাওনা গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি প্রদান না করায় এবং তাহাকে কাজে যোগদান করিতে না দেওয়ায় তিনি অত্র আদালতে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে আই, আর ও ৬১/৯১ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমায় দ্বিতীয় পক্ষ ২৭-৪-৯১ তারিখে জবাব দাখিল করিয়া এই মর্মে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক উক্তি করা হইয়াছে যে তাহার প্রেরিত ১-১-৯১ ইং তারিখের ইস্তফা পত্র দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে। তাহার ইস্তফা পত্র মঞ্জুর হওয়ার পরও তাহার গ্র্যাচুইটি ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করায় এবং ইস্তফা মঞ্জুরের সংবাদ প্রথম পক্ষ ২৭-৪-৯২ইং তারিখে অবহিত হওয়ায় ৭-৫-১৯৯২ তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (ক) ধারা অনুযায়ী একটি গ্রীভান্স পিটিশন প্রেরণ করা হয়। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের গ্রীভান্স পিটিশনের প্রেক্ষিতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানের চাকুরী হইতে ইস্তফা প্রদান করায় উপরে উল্লেখিত বিটিএমসি'র চিঠি নং ইআরডি/টি এম সি/এম আই এসসি-শ-২৩(II)/১০৯৬, তারিখ ২৪-৩-৭৮ ইং এবং সরকারী স্মারক নম্বর শ্রওঃ-১০/মজুরী-৪/৮৯/১০৮, তারিখ ৯-৯-৮৯ইং মোতাবেক তিনি ২৫ বৎসর চাকুরীর গ্র্যাচুইটি বাবদ প্রাপ্য ২৫×২=৫০ মাসের মজুরী, মূল বেতন বাবদ ১১৮০+মহার্ঘ ভাতা ২৩৬=১৪১৬×৫০=৭০,৮০০ টাকা, বাৎসরিক ছুটির মজুরী ৩০ দিনের ২০১৯ টাকা, ১৯৯১ সনের ২টি এবং ১৯৯২ সনের একটি মোট ৩টি উৎসব বোনাস বাবদ ১৪১৬×৩=৪,২৪৮ টাকা এবং প্রভিডেন্ড ফাণ্ডের পাওনা বাবদ ৩০,০০০ টাকাসহ সর্বমোট ১,০৭,০৬৭ টাকা দ্বিতীয় পক্ষের নিকট প্রাপ্য হইয়াছেন। উক্ত টাকা পরিশোধ করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি নির্দেশ প্রদানের জন্য এই মোকদ্দমা দায়ের করা হয়।

৭৫/৯২ নম্বর অভিযোগ মোকদ্দমার দরখাস্তকারী ১৫-১-৫৮ ইং তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিক পদে নিয়োগ লাভ করেন। তাহার মূল মজুরী মহার্ঘভাতাসহ ১৪১৬ টাকা এবং মোট মজুরী ২০১৯ টাকা প্রাপ্ত হয়। তাহার চাকুরীর রেকর্ড নিষ্কলুষ। তিনিও প্রথম পক্ষের ন্যায় চাঁদ টেক্সটাইল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ১১৪৭ এর একজন সক্রিয় সদস্য। তাহার সমর্থিত প্যানেল উপরে বর্ণিত অর্থাৎ ১১-১০-৯০ তারিখের ইউনিয়নের নির্বাচনে পরাজয় বরন করায় এবং লুৎফর--মুজিবর কমিটি জয়লাভ করে এবং দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে-সহ তাহাদের বহু নেতা কর্মীকে মারধর করিয়া আহত করেন এবং ঐ একই ১-১-৯১ তারিখে তিনি চাকুরী হইতে ইস্তফা দেন এবং বিটিএমসি'র চিঠি নং ইআরডি/টিএমসি/এসআইএসসি-শ-২৩(II)/১০৯৬, তারিখ ২৪-৩-৭৮ এবং সরকারী স্মারক নম্বর শ্রওঃ-১০/মজুরী-৪/৮৯/১০৮, তারিখ ৯-৯-৮৯ মোতাবেক গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি চূড়ান্ত হিসাব করার দাবী জানান। কিন্তু

দ্বিতীয় পক্ষ তাহার দাবী পুরণ না করায় তিনি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক আই, আর, ও ৫৯/৯১ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করেন। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ২৭-৪-৯২ তারিখের জবাব দাখিলের মাধ্যমে তিনি জানিতে পারেন যে, তাহার ইস্তফা মঞ্জুর হইয়াছে। অতঃপর তিনি ৭-৫-৯২ তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারা মোতাবেক গ্রীভান্স পিটিশন প্রেরণ করেন। কিন্তু উক্ত গ্রীভান্স পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পক্ষ হইতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। তিনি দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক চাকুরী হইতে ইস্তফা প্রদান করায় উপরে বর্ণিত চিঠি ও স্মারকের প্রেক্ষিতে তাহার ৩৪ বৎসর চাকুরীর গ্র্যাচুইটি বাবদ প্রাপ্য ৩৪×২=৬৮ মাসের মজুরী, মূল বেতন বাবদ ১১৮০+মহার্ঘ ভাতা ২৩৬=১৪১৬×৬৮=৯৬,২৮৮ টাকা, বাৎসরিক ছুটির মজুরী ৩০ দিনের ২০১৯ টাকা, ১৯৯১ সনের ২টি এবং ১৯৯২ সনের ১টি মোট ৩টি উৎসব বোনাস ১৪১৬×৩=৪,২৪৮ টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ডের পাওনা বাবদ ৩০,০০০ টাকাসহ সর্বমোট ১,৩২,৫৫৫ টাকা প্রাপ্য পাওনা তাহাকে পরিশোধ করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদানের আবেদনে এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

৭৬/৯২ নম্বর অভিযোগ মোকদ্দমার প্রথম পক্ষ ১১-১১-১৯৫৯ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক পদে চাকুরীতে নিযুক্ত হয়। তাহার মূল মজুরী মহার্ঘ ভাতাসহ ১৪১৬ টাকা এবং মোট মজুরী ২০১৯ টাকা। তাহার চাকুরীর রেকর্ড ভাল। তিনিও উপরে বর্ণিত পরিস্থিতে চাঁদ টেক্সটাইল মিলস শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ১১৪৭ এর একজন সক্রিয় সদস্য এবং তাহার সমর্থিত প্যানেল ১১-১০-১৯৯০ তারিখের নির্বাচনে পরাজয় বরন করায় এবং তিনি ও তাহাদের বহু নেতা কর্মীকে দ্বিতীয় পক্ষের সমর্থিত লুৎফর—মজিবুর এর সমর্থক দ্বারা মারধর এবং আহত হয়। উপরোক্ত পরিস্থিতিতে তিনি ৭-১-১৯৯১ তারিখে এক মাসের নোটিশ দিয়া দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠান হইতে চাকুরী হইতে ইস্তফা প্রদান করেন এবং উপরে বর্ণিত বিটিএমসি'র চিঠি নং ইআরডি/টিএমসি/এসএইএসসি-শ-২৩(॥)/১০৯৬, তারিখ ২৪-৩-৭৮ এবং সরকারী স্মারক নম্বর শ্রও-১০/মজুরী-৪/৮৯/১০৮ তারিখ ৯-৯-৮৯ মোতাবেক গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি চুড়ান্ত হিসাব প্রদান করার দাবী জানান। অতঃপর তিনি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক আই, আর, ও ৬০/৯১ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমায় দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ২৭-৪-৯২ তারিখে জবাব দাখিল করিয়া দাবী করেন যে, প্রথম পক্ষের প্রেরিত ৭-১-৯২ তারিখের ইস্তফা পত্র দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক মঞ্জুর হইয়াছে। অতঃপর ৭-৫-৯২ তারিখে প্রথম পক্ষ ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারা মোতাবেক গ্রীভান্স পিটিশন প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক উহাতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। তিনি উপরে বর্ণিত বিটিএমসি'র চিঠি ও সরকারী স্মারক মোতাবেক ৩২ বৎসর চাকুরীর জন্য গ্র্যাচুইটি ৩২×২=৬৪ মাসের মজুরী, মূল বেতন বাবদ ১১৮০+মহার্ঘ ভাতা ২৩৬ টাকা+১৪১৬×৬৪=৯০,৬২৪ টাকা, বাৎসরিক ছুটির মজুরী ৩০ দিনের ২০১৯ টাকা, ১৯৯১ সনের ২টি ও ১৯৯২ সনের ১টি মোট ৩টি উৎসব বোনাস ১৪১৬×৩=৪,২৪৮ টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ডের পাওনা বাবদ ৩০,০০০ টাকাসহ মোট ১,২৬,৮৯১ টাকা পরিশোধ করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি নির্দেশ প্রদানের আবেদনে এই মোকদ্দমা দায়ের করা হয়।

৮৮/৯২ নম্বর অভিযোগ মোকদ্দমার প্রথম পক্ষ ১৬-৬-৯২ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক পদে চাকুরীতে নিযুক্ত হয়। তাহার মাসিক মূল মজুরী মহার্ঘ ভাতাসহ ১২৩৬ টাকা এবং মোট মজুরী ২০৫৬ টাকা। তাহার অতীত চাকুরীর রেকর্ড নিষ্কলুষ। তিনি চাঁদ টেক্সটাইল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর-১১৪৭ এর একজন সক্রিয় সদস্য।

১১-১০-৯০ তারিখের কার্যকরী কমিটির নির্বাচনে প্রথম পক্ষের সমর্থিত প্যানেলকে পরাজিত করা হয় এবং দ্বিতীয় পক্ষ লুৎফল—মজিবুর প্যানেলের সহিত যোগসাজসে তাহাকে ও তাহাদের বহু নেতা কর্মীকে মারধর করা হয়। এমতাবস্থায়, তিনি ১-১-৯১ তারিখে ১ মাসের নোটিশ দিয়া দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানের চাকুরী হইতে ইস্তফা প্রদান করেন এবং বিটিএমসি'র চিঠি নং-ইআরডি/টিএমসি/এসআইএসসি-শ-২৩(।।)/১০৯৬, তারিখ ২৪-৩-৭৮ এবং সরকারী স্মারক নং শ্রওজ-১০/মজুরী-৪/৮৯/১৭৮ মোতাবেক গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি চূড়ান্ত হিসাবে প্রদান করার দাবী জানান। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া তিনি অত্র আদালতে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক আই, আর, ও ১০০/৯১ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমায় দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ২৯-৬-৯২ তারিখে জবাব দাখিল করিয়া তাহাকে অবগত করা হয় যে, তাহার ইস্তফা পত্র দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি ৯-৭-৯২ তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারা অনুযায়ী গ্রীভান্স পিটিশন প্রেরণ করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উহার প্রেক্ষিতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। উপরে বর্ণিত বিটিএমসি'র চিঠি এবং সরকারী স্মারক মোতাবেক তাহার ২১ বৎসর চাকুরীর জন্য গ্র্যাচুইটি ২১×২=৪২ মাসের মজুরী, মূল বেতন বাবদ ১০৩০+মহার্ঘ ভাতা ২০৬+১২৩৬×৪২=৫১,৯১২ টাকা, বাৎসরিক ছুটির মজুরী ১০ দিনের ৬৮৫ টাকা, ১৯৯১ সনের ২টি এবং ১৯৯২ সনের ২টি মোট ৪টি উৎসব বোনাস ১২৩৬×৪=৪,৯৪৪ টাকা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের পাওনা বাবদ ২০,০০০ টাকাসহ সর্বমোট ৭৭,৫৪৯ টাকা পরিশোধ করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদানের আবেদনের উপরে বর্ণিত মোকদ্দমা দায়ের করা হয়।

৯০/৯২ নম্বর অভিযোগ মোকদ্দমার প্রথম পক্ষ ১৬-৬-৭৮ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে চাকুরীতে নিযুক্ত হয়। তাহার মাসিক মজুরী মহার্ঘ ভাতাসহ ১১৩৫.২০ টাকা এবং মোট মজুরী ১৬০৬ টাকা। তাহার চাকুরীর রেকর্ড নিষ্কলুষ। তিনি চাঁদ টেক্সটাইল মিলস শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ১১৪৭ এর একজন সক্রিয় সদস্য। তাহার সমর্থিত প্যানেল ১১-১০-৯০ তারিখের নির্বাচনে কার্যকরী কমিটির পরাজয় বরন করায় তিনি ও তাহার সমর্থিত বহু নেতা কর্মীকে মারধর করা হয় এবং তিনিও আহত হন। এমতাবস্থায় তিনি ২৩-১-৯২ তারিখে এক মাসের নোটিশ দিয়া চাকুরী হইতে ইস্তফা প্রদান করেন এবং বিটিএমসি'র চিঠি নং ইআরডি/টিএমসি/এমআইএসসি-শ-২৩(।।)/১০৯৬, তারিখ ২৪ ৩-৭৮ এবং সরকারী স্মারক নম্বর শ্রপজ/১০/মজুরী-৪/৮৯/১৭৮, তারিখ ৯-৯-৮৯ মোতাবেক গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি প্রদান করার দাবী জানান। তাহার দাবী পূরণ না করায় তিনি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক আই, আর, ও ৯২/৯১ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমায় দ্বিতীয় পক্ষ ২৯-৬-১৯৯২ তারিখে জবাব দাখিলের মাধ্যমে জানিতে পারেন যে, তাহার ইস্তফা পত্র মঞ্জুর করা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, প্রথম পক্ষ ৯-৭-৯২ তারিখে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারা অনুযায়ী রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রীভান্স পিটিশন প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ তাহার অভিযোগ পত্রের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। তিনি উপরে বর্ণিত বিটিএমসি'র চিঠি নং এবং সরকারী স্মারক মোতাবেক তাহার ১৪ বৎসর চাকুরীর জন্য গ্র্যাচুইটি ১৪×২=২৮ মাসের মজুরী, মূল বেতন বাবদ ৯৪৬+মহার্ঘ ভাতা ১৮৯.২০+১১৩৫.২০×২৮=৩১,৭৮৫.৬০ টাকা, বাৎসরিক ছুটির মজুরী ১ মাসের ১৬০৬ টাকা, ১৯৯১ সনের ২টি এবং ১৯৯২ সনের ২টি মোট ৪টি উৎসব বোনাস ১১৩৫.২০×৪=৪,৫৪০.৮০ টাকা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের পাওনা বাবদ ১৪,০০০ টাকাসহ সর্বমোট ৫১,৯৩২.৪০ টাকা পরিশোধ করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি নির্দেশ প্রদানের আবেদনে উপরে বর্ণিত মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

উপরোক্ত ৫টি মোকদ্দমাতে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক পৃথক পৃথক ভাবে জবাব দাখিল করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী লিখিত জবাবে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রথম পক্ষগণের চাকুরীতে নিয়োগ লাভের তারিখ ও তৎকর্তৃক চাকুরীতে ইস্তফা প্রদানের তারিখ স্বীকৃত হইয়াছে। তবে উক্ত লিখিত জবাবসমূহে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত। কেননা প্রথম পক্ষ কর্তৃক এক মাসের নোটিশ দিয়া স্বেচ্ছায় চাকুরী হইতে ইস্তফা প্রদান করায় ৩০ দিন অতিক্রান্ত হইবার পর হইতে তাহাদের ইস্তফা পত্র কার্যকর হইয়া গিয়াছে। কাজেই, কারণ অভাবে অত্র মোকদ্দমা চলিতে পারে না। ইহা ব্যতিরেকে স্ব-স্ব ইস্তফা পত্র কার্যকরী হওয়ার পর হইতেই প্রথম পক্ষের সহিত দ্বিতীয় পক্ষের শ্রমিক মালিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। কাজেই তাহাদের স্ব-স্ব মোকদ্দমাটি অচল। ইহা ছাড়া স্ব-স্ব প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাবীকৃত মূল মজুরী ও অনেক কম এবং দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা দাখিল ব্যতিরেকে অত্র ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার আওতায় স্ব-স্ব প্রথম পক্ষগণ কর্তৃক দাখিলী মোকদ্দমায় কোন আর্থিক সুবিধা পাইতে অধিকারী নহে। প্রথম পক্ষ সিবিএ এর নির্বাচনে কোন প্যানেলের সমর্থক ছিল ইহা দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক জানিবার কথা নয় বা দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের জানামতে স্ব-স্ব প্রথম পক্ষগণকে কোনরূপ গোলমাল বা মারধর বা কেও আহত হইবার মত কোন ঘটনা ঘটে নাই। অভিযোগ ৭৪/৯২, ৭৫/৯২, ৭৬/৯২, ৮৮/৯২ ও ৯০/৯২ নম্বর মোকদ্দমার স্ব-স্ব প্রথম পক্ষ কর্তৃক বকেয়া মজুরী ও মামলার খরচার প্রর্থনা যথাক্রমে আই, আর, ও ৬১/৯১, ৫১/৯২, ৬০/৯১, ১০০/৯১ ও ৯২/৯১ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। উক্ত মোকদ্দমায় দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষের ইস্তফা দানের বিষয় উল্লেখ করিয়া জবাব দাখিল করা হইলে উক্ত মোকদ্দমায় প্রথম পক্ষগণের জিতিবার কোন আশা না দেখিয়া অত্র হয়রানীমূলক মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানটি একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং উহা ১৯১৩ সনের কোম্পানী আইনে নিবন্ধিত একটি স্বকীয় স্বত্তা বিশিষ্ট কোম্পানী। কাজেই প্রথম পক্ষের ক্ষেত্রে বিটিএমসি'র চিঠি নং ইআরডি/টিএমসি/এসআইএসি-শ-২৩(১১)/১০৯৬, তারিখ ২৪-৩-৭৮ এবং সরকারী স্মারক নম্বর শ্রওম-১০/মজুরী-৪/৮৯/১০৮, তারিখ ৯-৯-৮৯ প্রযোজ্য নহে। দ্বিতীয় পক্ষের সহিত প্রথম পক্ষের যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছিল তাহার স্ব-স্ব প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইস্তফা দানের কারণে ইহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথম পক্ষ কর্তৃক শুধুমাত্র আর্থিক সুবিধার জন্য ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার আওতায় এই মোকদ্দমা চলিতে পারে না। কাজেই, স্ব-স্ব প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়:-

(১) স্ব-স্ব প্রথম পক্ষগণ ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(ভি) ধারার সংজ্ঞা মতে শ্রমিক কিনা?

(২) স্ব-স্ব প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা উপরে বর্ণিত আইনের ২৫(খ) ধারায় রক্ষণীয় কিনা?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয় নম্বর ১ ও ২:

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে উভয় বিচার্য বিষয় দুইটি পর্যালোচনার জন্য একত্রে গৃহীত হইল। উভয় পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীগণের বক্তব্য শ্রুত হইল। ইহা স্বীকৃত

যে, স্ব-স্ব প্রথম পক্ষগণ কর্তৃক ৩০ দিনের নোটিশ দিয়া তাহাদের স্ব-স্ব কর্মে তাহারা ইস্তফা প্রদান করেন এবং ইহাও স্বীকৃত যে, স্ব-স্ব প্রথম পক্ষগণ যথাক্রমে ১-১-৯১, ১-১-৯১, ৭-১-৯১, ১-১-৯১, ও ২৩-১-৯১ তারিখে ইস্তফা পত্র দাখিল করিয়াছেন। শুনানীকালে ইহা স্বীকৃত যে, ইস্তফা পত্র প্রদানকালে দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠান কোম্পানী আইন দ্বারা নিবন্ধিকৃত একটি লিঃ কোম্পানী ছিল। এমতাবস্থায়, প্রথম পক্ষগণের দাখিলী ইস্তফা পত্রগুলি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯(২) ধারার আওতাভুক্ত বিষয়। উক্ত ইস্তফা পত্র দাখিলের ৩০ দিন পর হইতে কার্যকরী হইয়া গিয়াছে বিধায় স্ব-স্ব প্রথম পক্ষগণ ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(ভি) ধারায় শ্রমিক-এর সংজ্ঞা মোতাবেক কোন শ্রমিক নহেন। কারণ স্ব-স্ব মোকদ্দমার প্রথম পক্ষগণ কর্তৃক উপরে বর্ণিত বিটিএমসি'র ২৪-৩-৭৮ তারিখের চিঠি এবং সরকারের ৯-৯-৮৯ তারিখের স্মারকে প্রদত্ত সুবিধা দাবীক্রমে তৎকর্তৃক ইস্তফা পত্র দাখিল করা হইয়াছিল এইরূপ কোন বক্তব্য নালিশী দরখাস্তে উল্লেখ করা হয় নাই বা ইহার নিদর্শনস্বরূপ প্রথম পক্ষগণ কর্তৃক অত্র আদালতের সম্মুখে কোন কাগজাদি দাখিল করা হয় নাই। কাজেই, একদিকে প্রথম পক্ষ কর্তৃক স্ব-স্ব ইস্তফা দানের তারিখ হইতে স্ব-স্ব- মোকদ্দমা দায়েরের তারিখ হইতে তাহারা দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন না, অপরদিকে তাহারা ডিসমিস, ডিসচার্জ বা টার্মিনেটেড শ্রমিকও নহেন।

এমতাবস্থায়, আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারার আওতায় স্বেচ্ছায় ইস্তফা দানকারী হিসাবে তাহাদের দায়েরকৃত কোন মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মঞ্জুরুল আহসান কর্তৃক নিম্নোক্ত মতে তাহার লিখিত মতামত দাখিল করা হইয়াছে।

"শিল্প প্রতিষ্ঠানটির মালিকানা হস্তান্তরের সময় শ্রমিকদের চাকুরীর শর্তাবলীর কোন পরিবর্তন হয় নাই। শ্রমিকদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা বাতিল বা পরিবর্তন করিয়া কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নাই। শ্রমিকদের প্রচলিত সুযোগ-সুবিধা বা মালিকানা হস্তান্তরের পূর্বে বহাল ছিল। মালিকানা হস্তান্তরের পরও তদানুসারেই একই ধরণের শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত আছে।

অভিযোগকারী শ্রমিকদের আবেদন গ্রহণ করা হউক এবং কারখানা বর্তমান মালিকানায় হস্তান্তরের পূর্বাবস্থায় যে প্রচলিত সুযোগ-সুবিধা বহাল ছিল তদানুসারে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হউক"।

বিজ্ঞ-শ্রমিক সদস্যের উপরের উদ্ধৃত মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনক্রমে আমাদের বক্তব্য এই যে,যেহেতু প্রথম পক্ষগণের স্ব-স্ব মোকদ্দমা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারামতে অত্র আদালতে রক্ষণীয় নহে সেহেতু স্ব-স্ব প্রথম পক্ষের আর্থিক দাবীর বিষয়ে অত্র আদালত কর্তৃক পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করা অনাবশ্যক সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—অভিযোগ মোকদ্দমা ৭৪/৯২, ৭৫/৯২, ৭৬/৯২, ৮৮/৯২ ও ৯০/৯২ নম্বর মোকদ্দমাগুলি উভয় পক্ষের শুনানী অন্তে দোতরফা সূত্রে নিঃখরচায় খারিজ করা হইল। অত্র অভিযোগ ৭৪/৯২ নম্বর মোকদ্দমার রায় ও আদেশ অপর অভিযোগ ৭৫/৯২, ৭৬/৯২, ৮৮/৯২ ও ৯০/৯২ নম্বর মোকদ্দমার ক্ষেত্রে রায় ও আদেশ হিসাবে প্রযোজ্য হইবে। সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমাটিতে ইহার নোট রাখা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-৩০/৯৫

শাহীনুর, পিতা আবুল হাশেম, কার্ড নং-২৯,
ঠিকানা প্রযত্নে-মোঃ আলী মেম্বার, ওয়াপদা রোড, ওমর আলী লেন,
বাসা ১৬/১, রামপুরা, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) জনাব বি, এম, জহিরুল হক (মিন্টু),
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, লুনা এপারেলস প্রাঃ লিঃ,
ফ্যাক্টরী ৫৯১/সি খিলগাঁও, চৌধুরীপাড়া (২য় তলা), থানা সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৯।

(২) প্রডাকশন ম্যানেজার, লুনা এপারেলস প্রাঃ লিঃ,
ফ্যাক্টরী: ৫৯১/সি খিলগাঁও, চৌধুরীপাড়া (২য় তলা), থানা সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৯—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩, তারিখ: ২২-৯-৯৬ ইং।

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ অদ্য তারিখের পূর্বেও ২ তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজযোগ্য।

সুতরাং এইরূপ আদেশ হইল যে মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৭/৯৬

আঃ রহমান, কার্ড নং-১০৪,
ঠিকানা মেসার্স ইসমাইল টিম্বার হোমঃ ২৯/বি, ডি, আই, টি—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, লুসিড এ্যাপারেলস লিঃ,
১৩, ডি, আই, টি, রোড, খিলগাঁও চৌধুরী পাড়া, থানা সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৭।

(২) প্রডাকশন ম্যানেজার, লুসিড এ্যাপারেলস লিঃ,
১৩, ডি, আই, টি, রোড, খিলগাঁও, চৌধুরীপাড়া, থানা সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৭—প্রতিপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৮, তারিখঃ ২২-৯-৯৬ ইং।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ উপস্থিত। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ অদ্য তারিখের পূর্বেও ২ তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজযোগ্য।

সুতরাং এইরূপ আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মোকদ্দমা নং-২২৯/৯৫।

মোঃ মোশারফ হোসেন, পিতা মৃত আবদুল করিম পালোয়ান,
সাং গুনরাজদী, পোঃ নতুন বাজার, চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, পুরান বাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১০, তারিখঃ ১১-৯-১৯৯৬।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী মামলাটির রক্ষণীয় বিষয়ে আপত্তি দাখিল করেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মাদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল।

রক্ষণীয় বিষয়ে প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় প্রতিনিধি মোঃ মহিউদ্দিন এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মাহবুবুল আলম সিদ্দিকীকে শ্রবণ করিলাম। প্রথম পক্ষের ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার দাখিলী নালিশী দরখাস্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষের জবাব দেখিলাম। শুনানীকালে উভয় পক্ষ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হয় যে, ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ ২-৫-৮৮ ইং তারিখ হইতে ১৯-২-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত ঘোষণার মাধ্যমে "লে-অফ" থাকে এবং ২০-২-৯৪ তারিখে "লে-অফ" প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, ২৩-৭-৯৬ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে টারমিনেট করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় টারমিনেশনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বর্ণিত শ্রমিক সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত ব্যক্তি। কাজেই, প্রথম পক্ষ কার্যরত শ্রমিক না হওয়ায় অত্র মোকদ্দমা উক্ত আইনের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—উভয় পক্ষের শুনানীতে মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল। খরচা পক্ষগণের নিজ নিজ জিম্মায় রহিল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মোকদ্দমা নং ২৩০/৯৫

মোঃ সাইজ উদ্দিন, পিতা মৃত আকরাম আলী প্রধানিয়া,
গ্রাম গুনারাজদী, পোঃ নতুন বাজার, চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, পুরান বাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, ৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১০, তারিখ ১১-৯-১৯৯৬।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী মামলাটির রক্ষণীয় বিষয়ে আপত্তি দাখিল করেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল।

রক্ষণীয় বিষয়ে প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় প্রতিনিধি মোঃ মহিউদ্দিন এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব মাহবুবুল আলম সিদ্দিকীকে শ্রবণ করিলাম। প্রথম পক্ষের ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় দাখিলী মালিশী দরখাস্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষের জবাব দেখিলাম। শুনানীকালে উভয় পক্ষ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হয় যে, ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ ২-৫-৮৮ইং তারিখ হইতে ১৯-২-৯৪ইং তারিখ পর্যন্ত ঘোষণার মাধ্যমে "লে-অফ" থাকে এবং ২০-২-৯৪ ইং তারিখ "লে-অফ" প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, ২৩-৭-৯৬ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে টারমিনেট করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় টারমিনেশনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বর্ণিত শ্রমিক সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত ব্যক্তি। কাজেই, প্রথম পক্ষ কার্যরত শ্রমিক না হওয়ায় অত্র মোকদ্দমা উক্ত আইনের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—উভয় পক্ষের শুনানীতে মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল। খরচা পক্ষগণের নিজ নিজ জিম্মায় রহিল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মোকদ্দমা নং ২৩১/৯৫

মোঃ ইয়াছিন মিয়া, পিতা আবদুল মান্নান খলিফা,
সাং গুনারাজদী, পোঃ নতুন বাজার, চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, পুরান বাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, ৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১০, তারিখঃ ১১-৯-১৯৯৬।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ-এর প্রতিনিধি ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী মামলাটির রক্ষণীয় বিষয়ে আপত্তি দাখিল করেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল।

রক্ষণীয় বিষয়ে প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় প্রতিনিধি মোঃ মহিউদ্দিন এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব মাহবুবুল আলম সিদ্দিকীকে শ্রবণ করিলাম। প্রথম পক্ষের ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় দাখিলী নালিশী দরখাস্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষের জবাব দেখিলাম। শুনানীকালে উভয় পক্ষ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হয় যে, ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ ২-৫-৮৮ইং তারিখ হইতে ১২-২-৯৪ইং তারিখ পর্যন্ত ঘোষণার মাধ্যমে "লে-অফ" থাকে এবং ২০-২-৯৪ইং তারিখ "লে-অফ" প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হয়। ইহাও স্বীকৃত যে ২৩-৭-৯৬ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে টারমিনেট করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় টারমিনেশনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বর্ণিত শ্রমিক সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত ব্যক্তি। কাজেই, প্রথম পক্ষ কার্যরত শ্রমিক না হওয়ায় অত্র মোকদ্দমা উক্ত আইনের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—উভয় পক্ষের শুনানীতে মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল। খরচা পক্ষগণের নিজ নিজ জিম্মায় রহিল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মোকদ্দমা নং ২৩২/৯৫

মোঃ জালাল আহম্মদ, পিতা সিরাজুল হক খলিফা,
সাং গুনারাজদী, পোঃ নতুন বাজার, চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, পুরান বাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, ৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১১, তারিখ: ১১-৯-১৯৯৬ইং।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী মামলাটির রক্ষণীয় বিষয়ে আপত্তি দাখিল করেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল।

রক্ষণীয় বিষয়ে প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় প্রতিনিধি মোঃ মহিউদ্দিন এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব মাহবুবুল আলম সিদ্দিকীকে শ্রবণ করিলাম। প্রথম পক্ষের ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় দাখিলী নালিশী দরখাস্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষের জবাব দেখিলাম। শুনানীকালে উভয় পক্ষ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হয় যে ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ ২-৫-৮৮ইং তারিখ হইতে ১৯-২-৯৪ইং তারিখ পর্যন্ত ঘোষণার মাধ্যমে "লে-অফ" থাকে এবং ২০-২-৯৪ইং তারিখ "লে-অফ" প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, ২৩-৭-৯৬ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে টারমিনেট করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় টারমিনেশনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বর্ণিত শ্রমিক সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত ব্যক্তি। কাজেই, প্রথম পক্ষ কার্যরত শ্রমিক না হওয়ায় অত্র মোকদ্দমা উক্ত আইনের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—উভয় পক্ষের শুনানীতে মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল। খরচা পক্ষগণের নিজ নিজ জিম্মায় রহিল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ক মোকদ্দমা নং ২৩৩/৯৫

মোহাম্মদ শাহজাহান, পিতা শামসুল হক মোস্তান,
সাং গুনারাগদী, পোঃ নতুন বাজার, চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, পুরান বাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, ৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১১, তারিখ: ১১-৯-১৯৯৬ ইং।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী মামলাটির রক্ষণীয় বিষয়ে আপত্তি দাখিল করেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল।

রক্ষণীয় বিষয়ে প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় প্রতিনিধি মোঃ মহিউদ্দিন এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব মাহবুবুল আলন সিদ্দিকীকে শ্রবণ করিলাম। প্রথম পক্ষের ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় দাখিলী নালিশী দরখাস্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষের জবাব দেখিলাম। শুনানীকালে উভয় পক্ষ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হয় যে, ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ ২-৫-৮৮ইং তারিখ হইতে ১৯-২-৯৪ইং তারিখ পর্যন্ত ঘোষণার মাধ্যমে "লে-অফ" থাকে এবং ২০-২-৯৪ইং তারিখ "লে-অফ" প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হয়। ইহাও স্বীকৃত যে ২৩-৭-৯৬ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে টারমিনেট করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় টারমিনেশনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বর্ণিত শ্রমিক সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত ব্যক্তি। কাজেই, প্রথম পক্ষ কার্যরত শ্রমিক না হওয়ায় অত্র মোকদ্দমা উক্ত আইনের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—উভয় পক্ষের শুনানীতে মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল। খরচা পক্ষগণের নিজ নিজ জিম্মায় রহিল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ২৩৪/৯৫

আবদুল আজিজ, পিতা সিরাজুল হক,
সাং গুনারাজদী, পোঃ নতুন বাজার, চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, পুরান বাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, ৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১১, তারিখ: ১১-৯-১৯৯৬ ইং।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী মামলাটির রক্ষণীয় বিষয়ে আপত্তি দাখিল করেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মাদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল।

রক্ষণীয় বিষয়ে প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় প্রতিনিধি মোঃ মহিউদ্দিন এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব মাহবুবুল আলম সিদ্দিকীকে শ্রবণ করিলাম। প্রথম পক্ষের ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার দাখিলী নালিশী দরখাস্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষের জবাব দেখিলাম। শুনানীকালে উভয় পক্ষ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হয় যে, ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ ২-৫-৮৮ ইং তারিখ হইতে ১৯-২-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত ঘোষণার মাধ্যমে "লে-অফ" থাকে এবং ২০-২-৯৪ইং তারিখে "লে-অফ" প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, ২৩-৭-৯৬ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে টারমিনেট করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় টারমিনেশনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বর্ণিত শ্রমিক সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত ব্যক্তি। কাজেই, প্রথম পক্ষ কার্যরত শ্রমিক না হওয়ায় অত্র মোকদ্দমা উক্ত আইনের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—উভয় পক্ষের শুনানীতে মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল। খরচা পক্ষগণের নিজ নিজ জিম্মায় রহিল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মোকদ্দমা নং ২৩৫/৯৫

নূর মোহাম্মদ গাজী, পিতা মৃত আবদুস সামাদ গাজী,
সাং গুনারাজদী, পোঃ নতুন বাজার, চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, পুরান বাজার, চাঁদপুর।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, ৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১১, তারিখ: ১১-৯-১৯৯৬ইং।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী মামলাটির রক্ষণীয় বিষয়ে আপত্তি দাখিল করেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল।

রক্ষণীয় বিষয়ে প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় প্রতিনিধি মোঃ মহিউদ্দিন এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব মাহবুবুল আলম সিদ্দিকীকে শ্রবণ করিলাম। প্রথম পক্ষের ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় দাখিলী নালিশী দরখাস্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষের জবাব দেখিলাম। শুনানীকালে উভয় পক্ষ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হয় যে, ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ ২-৫-৮৮ইং তারিখ হইতে ১৯-২-৯৪ইং তারিখ পর্যন্ত ঘোষণার মাধ্যমে "লে-অফ" থাকে এবং ২০-২-৯৪ইং তারিখ "লে-অফ" প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, ২৩-৭-৯৬ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে টারমিনেট করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় টারমিনেশনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বর্ণিত শ্রমিক সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত ব্যক্তি। কাজেই, প্রথম পক্ষ কার্যরত শ্রমিক না হওয়ায় অত্র মোকদ্দমা উক্ত আইনের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—উভয় পক্ষের শুনানীতে মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল। খরচা পক্ষগণের নিজ নিজ জিম্মায় রহিল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

আই, আর, ও মামলা নং ২৩৬/৯৫

মোঃ হানিফ খলিফা, পিতা মোঃ নূরুল ইসলাম খলিফা,
সাং গুনারাদী, পোঃ নতুন বাজার, চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, পুরান বাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, ৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১১, তারিখঃ ১১-৯-১৯৯৬ইং।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ-এর প্রতিনিধি ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী মামলাটির রক্ষণীয় বিষয়ে আপত্তি দাখিল করেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল।

রক্ষণীয় বিষয়ে প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় প্রতিনিধি মোঃ মহিউদ্দিন এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব মাহবুবুল আলম সিদ্দিকীকে শ্রবণ করিলাম। প্রথম পক্ষের ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার দাখিলী নালিশী দরখাস্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষের জবাব দেখিলাম। শুনানীকালে উভয় পক্ষ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হয় যে, ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ ২-৫-৮৮ ইং তারিখ হইতে ১৯-২-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত ঘোষণার মাধ্যমে "লে-অফ" থাকে এবং ২০-২-৯৪ ইং তারিখে "লে-অফ" প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, ২৩-৭-৯৬ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে টারমিনেট করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় টারমিনেশনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বর্ণিত শ্রমিক সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত ব্যক্তি। কাজেই, প্রথম পক্ষ কার্যরত শ্রমিক না হওয়ায় অত্র মোকদ্দমা উক্ত আইনের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ ;

আদেশ

হইল যে—উভয় পক্ষের শুনানীতে মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল। খরচা পক্ষগণের নিজ নিজ জিম্মায় রহিল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ২৩৭/৯৫

মোঃ আবুল হোসেন, পিতা সৈয়দ আলী খলিফা,
সাং গুনারাজদী, পোঃ নতুন বাজার, চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, পুরান বাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, ৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১১, তারিখ ১১-৯-১৯৯৬

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি ও দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি মামলাটির রক্ষণীয় বিষয়ে আপত্তি দাখিল করেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল।

রক্ষণীয় বিষয়ে প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় প্রতিনিধি মোঃ মহিউদ্দিন এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব মাহবুবুল আলম সিদ্দিকীকে শ্রবণ করিলাম। প্রথম পক্ষের ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার দাখিলী নালিশী দরখাস্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষের জবাব দেখিলাম। শুনানীকালে উভয় পক্ষ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হয় যে, ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ ২-৫-৮৮ ইং তারিখ হইতে ১৯-২-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত ঘোষণার মাধ্যমে "লে-অফ" থাকে এবং ২০-২-৯৪ইং তারিখে "লে-অফ" প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, ২৩-৭-৯৬ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে টারমিনেট করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় টারমিনেশনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বর্ণিত শ্রমিক সংজ্ঞার আওতা বহির্ভুত ব্যক্তি। কাজেই, প্রথম পক্ষ কার্যরত শ্রমিক না হওয়ায় অত্র মোকদ্দমা উক্ত আইনের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, উভয় পক্ষের শুনানীতে মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল। খরচা পক্ষগণের নিজ নিজ জিম্মায় রহিল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ২৬১/৯৫

মোঃ রুহুল আমিন মিয়াজি, পিতা মৃত হাবিব উল্লাহ মিয়াজি,
সাং বড়গাঁও, পোঃ সুবিদপুর, জেলা চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, পুরান বাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, ৫২, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ০৯, তারিখ ১১-৯-১৯৯৬।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী মামলাটির রক্ষণীয় বিষয়ে আপত্তি দাখিল করেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল।

রক্ষণীয় বিষয়ে প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় প্রতিনিধি মোঃ মহিউদ্দিন এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি জনাব মাহবুবুল আলম সিদ্দিকীকে শ্রবণ করিলাম। প্রথম পক্ষের ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার দাখিলী নালিশী দরখাস্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষের জবাব দেখিলাম। শুনানীকালে উভয় পক্ষ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হয় যে, ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ ২-৫-৮৮ ইং তারিখ হইতে ১৯-২-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত ঘোষণার মাধ্যমে ''লে-অফ'' থাকে এবং ২০-২-৯৪ তারিখে "লে-অফ" প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, ২৩-৭-৯৬ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে টারমিনেট করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় টারমিনেশনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বর্ণিত শ্রমিক সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত ব্যক্তি। কাজেই, প্রথম পক্ষ কার্যরত শ্রমিক না হওয়ায় অত্র মোকদ্দমা উক্ত আইনের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, উভয় পক্ষের শুনানীতে মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল। খরচা পক্ষগণের নিজ নিজ জিম্মায় রহিল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ২৬২/৯৬

আব্দুল মান্নান সরদার, পিতা মৃত আলী আহমদ মিয়াজী,
সাং পূর্ব ধনুয়া, পোঃ ধনুয়া বাজার, চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, পুরানবাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, ৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয়পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৯, তারিখ ১১-০৯-৯৬ ইং

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি মামলাটির রক্ষনীয় বিষয়ে আপত্তি দাখিল করেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল।

রক্ষনীয় বিষয়ে প্রথম পক্ষের নিযুক্তিয় প্রতিনিধি মোঃ মহিউদ্দিন এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি জনাব মাহবুবুল আলম সিদ্দিকীকে শ্রবন করিলাম। প্রথম পক্ষের ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় দাখিলী নালিশী দরখাস্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষের জবাব দেখিলাম। শুনানীকালে উভয় পক্ষ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হয় যে, ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ ২-৫-৮৮ ইং তারিখ হইতে ১৯-২-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত ঘোষণার মাধ্যমে "লে-অফ" থাকে এবং ২০-২-৯৪ ইং তারিখ "লেথক" প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, ২৩-৭-৯৬ ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে টারমিনেট করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় টারমিনেশনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বর্ণিত শ্রমিক সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত ব্যক্তি। কাজেই, প্রথম পক্ষ কার্যরত শ্রমিক না হওয়ায় অত্র মোকদ্দমা উক্ত আইনের ৩৪ ধারায় রক্ষনীয় নহে। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, উভয় পক্ষের শুনানীতে মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষনীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল। খরচা পক্ষগণের নিজ নিজ জিম্মায় রহিল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ২২৮/৯৫

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক,
জিনস ম্যানুফ্যাকচারিং শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়ন রেজিঃ নং ঢাকা-২০৯৬
৩৫/৩৬, বংগবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১১ তারিখ ১৬-৯-১৯৯৬

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আবদুর রব ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ মহিউদ্দিন উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ গত ১৯-২-৯৬, ২৫-৩-৯৬, ৯-৫-৯৬, ১০-৭-৯৬ তারিখ পর পর ৪ তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন এবং অদ্যও অনুপস্থিত। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজযোগ্য। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিত জনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ৪৩/৯৫

আব্দুল বারেক গাজী, পিতা মৃত সোনা মিয়া,
সাং বাগাদী, পোঃ বাগড়াবাজার, চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, পুরানবাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, ৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩, তারিখ ১১-০৯-৯৬ ইং

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি মামলাটির রক্ষনীয় বিষয়ে আপত্তি দাখিল করেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল।

রক্ষনীয় বিষয়ে প্রথম পক্ষের নিযুক্তিয় প্রতিনিধি মোঃ মহিউদ্দিন এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি জনাব মাহবুবুল আলম সিদ্দিকীকে শ্রবন করিলাম। প্রথম পক্ষের ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় দাখিলী নালিশী দরখাস্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষের জবাব দেখিলাম। শুনানীকালে উভয় পক্ষ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হয় যে, ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ ২-৫-৮৮ ইং তারিখ হইতে ১৯-২-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত ঘোষণার মাধ্যমে "লে-অফ" থাকে এবং ২০-২-৯৪ ইং তারিখ "লে-অফ" প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, ২৩-৭-৯৬ ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে টার্মিনেট করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় টারমিনেশনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বর্ণিত শ্রমিক সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত ব্যক্তি। কাজেই, প্রথম পক্ষ কার্যরত শ্রমিক না হওয়ায় অত্র মোকদ্দমা উক্ত আইনের ৩৪ ধারায় রক্ষনীয় নহে। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, উভয় পক্ষের শুনানীতে মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষনীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল। খরচা পক্ষগণের নিজ নিজ জিম্মায় রহিল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ১১৪/১৯৯৫

মোঃ আলী আরশাদ, পিতা মোঃ রজব আলী গাজী,
গ্রাম পূর্ব শ্রীরামদী, পোঃ পুরানবাজার, জিলা চাঁদপুর।—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, পুরানবাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, ৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৩, তারিখ ১১-০৯-৯৬ ইং

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি মামলাটির রক্ষনীয় বিষয়ে আপত্তি দাখিল করেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল।

রক্ষনীয় বিষয়ে প্রথম পক্ষের নিযুক্তিয় প্রতিনিধি মোঃ মহিউদ্দিন এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি জনাব মাহবুবুল আলম সিদ্দিকীকে শ্রবন করিলাম। প্রথম পক্ষের ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় দাখিলী নালিশী দরখাস্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষের জবাব দেখিলাম। শুনানীকালে উভয় পক্ষ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হয় যে, ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ ২-৫-৮৮ ইং তারিখ হইতে ১৯-২-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত ঘোষণার মাধ্যমে "লে-অফ" থাকে এবং ২০-২-৯৪ ইং তারিখ "লে-অফ" প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, ২৩-৭-৯৬ ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে টারমিনেট করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় টারমিনেশনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বর্ণিত শ্রমিক সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত ব্যক্তি। কাজেই, প্রথম পক্ষ কার্যরত শ্রমিক না হওয়ায় অত্র মোকদ্দমা উক্ত আইনের ৩৪ ধারায় রক্ষনীয় নহে। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ

হইল যে উভয় পক্ষের শুনানীতে মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষনীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল। খরচা পক্ষগণের নিজ নিজ জিম্মায় রহিল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ৪৪/১৯৯৫

মোঃ আবুল হোসেন পাটওয়ারী, পিতা মৃত মোঃ নুরুজ্জামান পাটওয়ারী, সাং জাফরাবাদ, পোঃ পুরানবাজার, চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, পুরানবাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, ৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৪, তারিখ ১১-০৯-৯৬ ইং

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি মামলাটির রক্ষনীয় বিষয়ে আপত্তি দাখিল করেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষে সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল।

রক্ষনীয় বিষয়ে প্রথম পক্ষের নিযুক্তিয় প্রতিনিধি মোঃ মহিউদ্দিন এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি জনাব মাহবুবুল আলম সিদ্দিকীকে শ্রবন করিলাম। প্রথম পক্ষের ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় দাখিলী নালিশী দরখাস্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষের জবাব দেখিলাম। শুনানীকালে উভয় পক্ষ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হয় যে, ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ ২-৫-৮৮ ইং তারিখ হইতে ১৯-২-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত ঘোষণার মাধ্যমে "লে-অফ" থাকে এবং ২০-২-৯৪ ইং তারিখ "লে-অফ" প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, ২৩-৭-৯৬ ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে টারমিনেট করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় টারমিনেশনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বর্ণিত শ্রমিক সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত ব্যক্তি। কাজেই, প্রথম পক্ষ কার্য্যরত শ্রমিক না হওয়ায় অত্র মোকদ্দমা উক্ত আইনের ৩৪ ধারায় রক্ষনীয় নহে। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে উভয় পক্ষের শুনানীতে মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষনীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল। খরচা পক্ষগণের নিজ নিজ জিম্মায় রহিল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ১১৩/৯৫

মোঃ আবদুল গণি, পিতা মৃত আবদুল কাদের,
বিভাগ মোটা তাঁত, এল, বি, নং ৪৩৩৮, পদবী তাঁতী,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নির্বাহী পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, পুরানবাজার, চাঁদপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ, ৫২, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩, তারিখ ১১-০৯-৯৬ ইং

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি মামলাটির রক্ষনীয় বিষয়ে আপত্তি দাখিল করেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল।

রক্ষনীয় বিষয়ে প্রথম পক্ষের নিযুক্তিয় প্রতিনিধি মোঃ মহিউদ্দিন এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি জনাব মাহবুবুল আলম সিদ্দিকীকে শ্রবন করিলাম। প্রথম পক্ষের ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় দাখিলী নালিশী দরখাস্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষের জবাব দেখিলাম। শুনানীকালে উভয় পক্ষ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হয় যে, ডব্লিউ রহমান জুট মিলস লিঃ ২-৫-৮৮ ইং তারিখ হইতে ১৯-২-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত ঘোষণার মাধ্যমে "লে-অফ" থাকে এবং ২০-২-৯৪ ইং তারিখ "লে-অফ" প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, ২৩-৭-৯৬ ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে টারমিনেট করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় টারমিনেশনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বর্ণিত শ্রমিক সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত ব্যক্তি। কাজেই, প্রথম পক্ষ কার্যরত শ্রমিক না হওয়ায় অত্র মোকদ্দমা উক্ত আইনের ৩৪ ধারায় রক্ষনীয় নহে। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে উভয় পক্ষের শুনানীতে মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষনীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল। খরচা পক্ষগণের নিজ নিজ জিম্মায় রহিল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ৩৫/৯৬

আলী আহাম্মদ তালুকদার,
সেকশন-২, এইচ ব্লক, রোড নং-৩, বাসা নং-১১, মিরপুর-২, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) রেমণ্ড গার্মেন্টস লিঃ,
৪৭, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, থানা মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রেমণ্ড গার্মেন্টস লিমিটেড,
২৬১/২, পশ্চিম আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-২—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৩, তারিখ ১১-৯-৯৬

প্রথম পক্ষ আলী আহাম্মদ তালুকদার কর্তৃক ৯-৯-৯৬ তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহার করিবার দরখাস্ত অদ্য আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। উভয় পক্ষ হাজির দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম ও মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম। উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তি হওয়ায় প্রথম পক্ষ মামলা চালাইতে আগ্রহী নহে। কাজেই প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ২৪১/১৯৯৫

মোঃ ফজলুল করিম, পিতা মৃত রোকন উদ্দীন আহম্মেদ,
গ্রাম বক্স নগর (পশ্চিমপাড়া), ডাকঘর সারুলিয়া, থানা ডেমরা, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) স্বত্বাধিকারী, এমকো প্রেস,
৩/১, গুরুদাস সরকার লেন, নারিন্দা, থানা সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

(২) ম্যানেজার, এমকো প্রেস,
৩/১, গুরুদাস সরকার লেন, নারিন্দা, থানা সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩, তারিখ: ১২-৯-৯৬ ইং।

মামলাটি অদ্য একতরফা আদেশের জন্য ধার্য আছে। নথি দেখিলাম।

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক দাখিলী একটি মোকদ্দমা। দরখাস্তে বর্ণিত বক্তব্য মোতাবেক প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ১-২-৯৪ ইং তারিখে কম্পোজিটর হিসাবে যোগদান করে। তাহার মাসিক বেতন ধার্য হয় ১৪০০ টাকা। হাজিরা কার্ড মোতাবেক তাহার বেতন দেওয়া হইত। হাজিরা কার্ডের ফটোকপি প্রদর্শনী-১ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। তাহার অতীত চাকুরীর রেকর্ড নিষ্কলুষ। ৩১-৭-৯৫ ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক শেষবারের মত মজুরী পরিশোধ করা হয়। ১-৮-৯৫ ইং তারিখ হইতে তাহাকে কোন কাজ না দিয়া প্রেসে বসাইয়া রাখা হয় এবং ২-৮-৯৫ ইং তারিখে প্রেসে ঢুকিতে দেওয়া হয় না। তখন তিনি প্রদর্শনী-২ মূলে ৩-৮-৯৫ ইং তারিখে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট কাজের অনুমতি চাহিয়া আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। তাহাকে তাহার স্থায়ী চাকুরী হইতে ডিসমিস, ডিসচার্জ, টারমিনেশন বা সাসপেণ্ড করা হয় নাই। কাজেই, তিনি এখনও দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত। বে-আইনীভাবে তাহাকে চাকুরী হইতে বিরত রাখায় এবং মজুরী পরিশোধ না করায় ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় ১-৮-৯৫ ইং তারিখ হইতে বকেয়া মজুরী ও ভাতাদিসহ তাহার কাজে যোগদান করিতে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দানের প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বিচার্য বিষয়:

(১) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইতে হকদার কি না?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত:

প্রথম পক্ষ পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাহার দাখিলী কাগজ-পত্র প্রদর্শনী-১, ২ ও ৩ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ মোকদ্দমায় উপস্থিত হইয়া জবাব দাখিল না করায় মোকদ্দমাটি এক তরফা নিষ্পত্তির জন্য শুনানী গৃহীত হয়। হাজিরা কার্ড প্রদর্শনী-১ মতে পি, ডব্লিউ-১, ৩০-৭-৯৫ ইং পর্যন্ত কম্পোজিটর হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কর্মরত ছিলেন। প্রদর্শনী-২ মতে তিনি তাহার মজুরী ১৪০০ টাকা দাবী করিয়া ৩-৮-৯৫ ইং তারিখে

দ্বিতীয় পক্ষের নিকট তাহার কাজে যোগদানের অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং পোষ্টাল রশিদ প্রদর্শনী-৩ মূলে এ/ডি সংযুক্ত রেজিষ্ট্রী চিঠি দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রদর্শনী-২ মোতাবেক প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহার প্রতিষ্ঠান হইতে ছাটাই, ডিসমিস, টারমিনেশন কিছুই করা হয় নাই। এমতাবস্থায় উপরে বর্ণিত কাগজাদির ভিত্তিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে চাকুরীরত শ্রমিক এবং তিনি তাহার পদ অর্থাৎ কম্পোজিটর পদের কার্যে যোগদানের নির্দেশ পাইবার হকদার। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মোকদ্দমাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪৫ দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে তাহার পূর্বতন চাকুরীতে পুনর্বহাল করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া গেল। তবে ১-৭-৯৫ ইং তারিখ হইতে অদ্যাবধি প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কোন ফলপ্রসূ কার্যে নিয়োজিত না থাকায় উক্ত কালের জন্য প্রথম পক্ষের বকেয়া বেতনের দাবী অগ্রাহ্য হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ২৮/১৯৯৫

মোঃ শাহজাহান মোল্লা, ফাট নং ২/১০,
বি, আর, টি, সি জোয়ার শাহারা, ষ্টাফ কোয়ার্টার, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) বি, আর, টি, সি-এর পক্ষে ইহার চেয়ারম্যান,

(২) ভারপ্রাপ্ত সচিব,
বি, আর, টি, সি "পরিবহণ ভবন" ২১নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১১, তারিখ: ৮-৮-৯৬ ইং।

প্রথম পক্ষ মোঃ শাহাজাহন মোল্লা অনুপস্থিত। তাহার নিযুক্ত বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব কবীর উদ্দিন আহাম্মদ জানান যে, পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য কোন instruction নাই। দ্বিতীয় পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব আমিনুল হক সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা হইল। পক্ষগণকে একণি হাজিরা দিয়া উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া গেল। এখন বেলা ১২.৩০ মিঃ। উক্ত নির্দেশের পর কোন পক্ষই কোন পদক্ষেপ গ্রহণ

করে নাই। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, গত ১৭-৩-৯৬, ৮-৫-৯৬ ও ৮-৬-৯৬ ইং তারিখে পর পর ৩ টি তারিখেই প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি পরিচালনায় আগ্রহী নহেন। কাজেই, অবস্থা বিবেচনায় মামলাটি খারিজযোগ্য। সুতরাং এইরূপ ;

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষের তদবীর অভাবে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ই, ও, কেইস নং ০২/১৯৯৬ ইং।

সহকারী পরিচালক,
জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা—বাদী।

বনাম

(১) সর্বজনাব, মোঃ খালিদ হাসান, পিতা মঞ্জুর আলম, ১০৮, পাইকপাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

(২) মঞ্জুর আলম, পিতা মৃত আব্দুল মজিদ মিয়া, ১০৮, পাইকপাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

(৩) আজহার হোসেন, পিতা মৃত হাফেজ আব্দুর রহমান, ২১৪/২, বি, কে রোড, নারায়ণগঞ্জ।

(৪) মাহবুব হাসেন, পিতা মৃত হাফেজ আব্দুর রহমান, ২১৪-২, বি, কে রোড, নারায়ণগঞ্জ।

(৫) মোয়াজ্জেম হোসেন, পিতা মৃত হাফেজ আব্দুর রহমান, গুলিস্থান ফ্লাওয়ার মিলস, ২৯৪/২, বি, কে রোড, নারায়ণগঞ্জ—আসামীগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৬, তারিখ: ৮-৯-৯৬ ইং।

মামলাটি অদ্য গ্রেফতারী পরওয়ানার প্রতিবেদনের জন্য ধার্য আছে। নারায়ণগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২৬-৮-৯৬ ইং তারিখের ডায়েরী নং-৩১১১ দ্বারা প্রতিবেদন মোতাবেক গ্রেফতারী পরওয়ানা সংশ্লিষ্ট কোর্টের মাধ্যমে প্রেরণ না করায় প্রেরীত গ্রেফতারী পরওয়ানার

উপর তৎকর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। উক্ত থানার এ, এস, আই, মোঃ মিজানুর রহমান কর্তৃক দাখিলী প্রতিবেদন যাহা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অগ্রগামী করা হইয়াছে। উহা দেখিলাম। প্রতিবেদন প্রসংগে ইহা উল্লেখ্য যে, ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অডিন্যান্সের আওতায় বহির্গমন ও বিদেশে চাকুরী সংক্রান্ত কোন অবৈধ লেন-দেন বিষয়ক মোকদ্দমা যাহা উক্ত অডিন্যান্সের আওতাভুক্ত ঐ সকল মোকদ্দমার বিচার আমল গ্রহণ ও বিচারের দায়িত্ব বিশেষ আদালতের উপর ন্যস্ত। এতদপ্রসংগে উপরে বর্ণিত অডিন্যান্সের ২৬ ধারা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"**Special Courts.**—(1) The Government may, by notification in the official Gazette, establish as many special courts as it considers necessary for trial of offences under this ordinance and, where it establishes more than one special court, shall specify in the notification the headquarters of each special court and the territorial limits within which it shall exercise jurisdiction under this Ordinance.

(2) A special court shall consist of a person who is the Chairman of a Labour Court established under the Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969).

(3) A special court shall take cognizance of, and have jurisdiction to try, an offence punishable under this Ordinance only upon a complaint in writing made by such person as the Government may, by a general or special order, authorise in this behalf.

(4) A special court trying an offence under this Ordinance shall try such offence summarily and in trying such offences, such special court shall follow the procedure laid down in the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) for summary trial."

অতএব উপরে উদ্ধৃত ধারার আইনের বিধান মোতাবেক শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত নোটিফিকেশন জারী করা হয়।

"No. S.R.O. 0129-L/LMVIII/1(11)/83, Dated, 11-4-1983.

"NOTIFICATION"

"In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Emigration Ordinance, 1982 (XXIX of 1982), read with sub-section (2) of the said Section, the Government is pleased to establish the special courts specified in column (1) in the Table below consisting of the Chairman of the Labour Court specified in column (2) thereof for trial of offences under the said Ordinance, with headquarters and the territorial limits specified in column (3) and (4) respectively of the said Table.

TABLE

(1)	(2)	(3)	(4)
1. Special Court, Dhaka.	Chairman, 2nd Labour Court, Dhaka.	Dhaka	Whole of Dhaka Division.
2. Special Court, Chittagong.	Chairman, Labour Court, Chittagong.	Chittagong	Whole of Chittagong Division.
3 Special Court, Khulna.	Chairman, Labour Court, Khulna.	Khulna	Whole of Khulna Division.
4. Special Court. Rajshahi.	Chairman, Labour Court, Rajshahi.	Rajshahi	Whole of Rajshahi Division.

By order of the
Chief Martial Law Administrator,
ABU NAIM AHMED
Deputy Secretary."

ইহা ব্যতিরেকে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরও একটি প্রজ্ঞাপন ১৮-৭-৯২ ইং তারিখের নং-শা-১৩/বি-৩/৯২/৩১০(২০) স্মারকমূলে প্রচারিত হয়। উক্ত স্মারকের সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

যোগ্য রিক্রুটিং এজেন্টদের মর্যাদা প্রদান ও প্রতারকদের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠন :

"(ঞ)(২) বর্তমানে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনায় অবস্থিত চারটি বিশেষ আদালতে জনশক্তি রপ্তানী বিষয়ে রিক্রুটিং এজেন্সীর বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহের বিচার করা হয়। এই সংখ্যাবৃদ্ধি করতঃ নিম্নলিখিত মোট সাতটি শ্রম আদালতে ঐ ক্ষমতা প্রদান করা হইল: (ক) প্রথম শ্রম আদালত, ঢাকা; (খ) দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা; (গ) তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা; (ঘ)প্রথম শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম; (ঙ) দ্বিতীয় শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম; (চ) শ্রম আদালত, রাজশাহী; (ছ) শ্রম আদালত, খুলনা অভিযোগকারীগণ জনশক্তি ব্যুরোর মহা-পরিচালক বা ব্যুরোর অধীনে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের মাধ্যমে রিক্রুটিং এজেন্সীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিবেন।"

উল্লেখ্য যে, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ২৯৪-আইন/৯৪-শা-৬/এম-৫/৯৩/১০৬, তারিখ ১২-৬-৯৪ ইং মোতাবেক অত্র মামলার ঘটনাস্থল নারায়ণগঞ্জ বিধায় মামলাটির বিচার ও বিচার নিষ্পত্তিতে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫(২) ধারাসহ ৭৯ ধারার বিধান মোতাবেক ৩য় শ্রম আদালত, ঢাকা বিশেষ আদালত হিসাবে নারায়ণগঞ্জ থানায় গ্রেফতারী

পরওয়ানা কার্যকরী করার নিমিত্তে সরাসরি প্রেরণ করিতে পারেন এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৮৩(১) ধারা অনুসরণ ক্রমে অন্য আদালত বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমে উক্ত গ্রেফতারী পরওয়ানা প্রেরণ করার আইনতঃ আবশ্যকতা নাই।

এমতাবস্থায়, ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৬ ধারার বিধানের আলোকে মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি ও বিচারে আসামীগণকে উপস্থিত করার নিমিত্তে অত্র মোকদ্দমাটি অত্র আদালতে স্থাপিত করা হইল। আদেশনামার অনুলিপিসহ মোকদ্দমার নালিশী দরখাস্ত ও অন্যান্য কাগজাদি ফিরিস্তযোগে এলাকা সম্পন্ন সংশ্লিষ্ট আদালতে বিচার নিষ্পত্তির নিমিত্ত উপস্থাপন ও আদেশের নিমিত্ত প্রেরণ করা হউক। আদেশের অনুলিপি বিজ্ঞ-এপিপি ও সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৫৩/১৯৯৫ইং।

মিনু, কার্ড নং ১০২,
ঠিকানা প্রযত্নে আইনুল হক, ৫/এ, গোলাপবাগ, ঢাকা —দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) জনাব হামিদুল চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
আর, এম, ফ্যাশন লিঃ, বি-১০০, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব খাজা রশিদ বাবু,
আর, এম, ফ্যাশন লিঃ, বি-১০০, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা-১২১৯—প্রতিপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১০, তারিখ : ১৮-৯-৯৬ ইং।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদিনী অনুপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। বাদিনীর বিজ্ঞ আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। কিন্তু বার বার ডাকা সত্ত্বেও বাদিনী ও তাহার নিযুক্তীয় আইনজীবীকে আদালতে উপস্থিত পাওয়া গেল না। কাজেই, সময়ের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। এখন বেলা ১২-০০। যাহা হউক বাদিনীকে মামলার শুনানীর জন্য ১ ঘন্টা সময় প্রদান করা হইল অন্যথায় প্রয়োজনীয় আদেশ।

আদেশ নং ১১, তারিখ পরবর্তী আদেশ

উপরে উল্লিখিত আদেশের প্রেক্ষিতে বাদিনী বা তাহার নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী কেহই উপস্থিত নাই। দ্বিতীয় পক্ষ এবং তাহার নিযুক্তীয় বিজ্ঞ আইনজীবী উপস্থিত। শুনিলাম। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, অদ্য তারিখের পূর্বেও ২ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ উপস্থিত থাকিলেও বাদিনী অনুপস্থিত। ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বাদিনী অত্র মামলা চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, অত্র মামলা বাদিনীর অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ৩৬/১৯৯৫ ইং

শেখ শরাফ উদ্দিন, সিটার মেট উত্তর (১),
ময়মনসিংহ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ।
বর্তমান ঠিকানা : প্রযত্নে আবদুল কাইয়ুম, কেয়টখালি, ময়মনসিংহ—বাদী।

বনাম

মোঃ শফিকুল ইসলাম তালুকদার, আবাসিক প্রকৌশলী,
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ (উত্তর-১), বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,
থানা ময়মনসিংহ সদর, ২২ নং জি সি গুহ রোড, ময়মনসিংহ—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১০, তারিখ : ১২-৯-৯৬ ইং।

মামলাটি চার্জ গঠনের জন্য ধার্য্য আছে। বাদী শেখ শরাফ উদ্দিন অনুপস্থিত। তাহার নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। জামিন প্রাপ্ত আসামী মোঃ শফিকুল ইসলাম তালুকদারের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন এবং বাদীর মজুরী পরিশোধের সেলারী সিট (Salary Sheet) আদালতে দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম। অদ্য তারিখের পূর্বে বাদী ৪ তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটির আর সময় দেওয়ার কোন হেতু নাই বিধায় বাদীর বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক দাখিলী সময়ের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল এবং বাদীর পক্ষের তাহার শুনানী গ্রহণ করা হইল। নথিতে প্রাপ্ত কাগজাদি বিবেচনান্তে দেখা যায় যে, আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মত পর্যাপ্ত উপকরণাদি নাই। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইল। এমতাবস্থায় এইরূপ ;

আদেশ

হইল যে, আসামী মোঃ শফিকুল ইসলাম তালুকদারকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১(এ) ধারার আওতায় অব্যাহতি দেওয়া গেল। সে অবিলম্বে তাহার জামিননামা হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ই, ও, মামলা নং ০৬/১৯৯৪ ইং

সহকারী পরিচালক,
জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা—বাদী।

বনাম

মোঃ ইসমাইল হোসেন, পিতা মোঃ ইয়াকুব আলী,
মালিক বসুন্ধরা পুস্তক প্রকাশনী, সাং বরুলিয়া, থানা জয়দেবপুর, জেলা গাজীপুর—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৯, তারিখঃ ২৬-৯-৯৬ ইং।

মামলাটি চার্জ গঠনের জন্য ধার্য আছে। বাদী ও আসামী উপস্থিত। উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ হইয়াছে মর্মে দরখাস্ত দাখিল করা হইয়াছে। নথিভুক্ত করা হউক। আসামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪২ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হইল। আসামী নির্দোষ দাবী করে এবং বিচার প্রার্থনা করে। মামলাটি সাক্ষ্যের জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষের সাক্ষী মোঃ নজরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, ঢাকা ও ছুরত আলীর জবানবন্দী ও জেরা সমাপ্ত হইল। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী-১, ১(১) হিসাবে চিহ্নিত হইল। আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধি ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হইল। সে নির্দোষ দাবী করে এবং সাফাই সাক্ষী দেবে না। উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক সমাপ্ত হইল।

ইহা ১৯৮২ সালের ইমিগ্রেশন অডিন্যান্সের ২৩(খ) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধে আসামী মোঃ ইসমাইল হোসেনের বিরুদ্ধে আনীত একটি মোকদ্দমা রাষ্ট্র পক্ষে জনাব মোঃ ফিরোজ কবীর, সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, ঢাকা কর্তৃক দাখিলী নালিশী দরখাস্ত মোতাবেক আসামীর বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত মোকদ্দমা এই যে, উক্ত মোকদ্দমার আসামী মোঃ ইসমাইল হোসেন ১৯৮২ সালের ইমিগ্রেশন অডিন্যান্সের বিধান মতে কোন রিক্রুটিং এজেন্ট না হইয়াও বিদেশে চাকুরী দেওয়ার নাম করিয়া সে ছুরত আলীর পুত্র আবদুর রহিমকে মজিবর নাম দিয়া ১৫-১০-৯২ ইং তারিখ হইতে ২৮-১০-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত মোট ৫৯,০০০ টাকা গ্রহণ করে এবং অতিরিক্ত ৬,০০০ টাকা অন্যান্য খরচ বাবদ গ্রহণ করিয়া মজিবুর রহমান নামে নিজেই পাসপোর্ট তৈরার করিয়া ২৮-১০-৯২ ইং তারিখে বিমান আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নিয়া মালয়েশিয়া পাঠায়। উক্ত ছুরত আলীর পুত্র কোন চাকুরী পায় নাই এবং মালয়েশিয়াতে সে নানারূপ নির্যাতনের মধ্যে রহিয়াছে। উক্ত ছুরত আলী ২-১২-৯৩ ইং তারিখে এই বিষয়ে জেলা প্রশাসক, গাজীপুরের নিকট একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। উহার ভিত্তিতে তদন্ত করিয়া জেলা প্রশাসক, গাজীপুর কর্তৃক বাদী সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস ঢাকাকে আসামীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করার জন্য অনুরোধ করা হয়। ঘটনা, উক্ত ছুরত আলী এবং অন্যান্য সাক্ষীগণ প্রমাণ করিবে মর্মে নালিশী দরখাস্তে উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৯৮২ সালের ইমিগ্রেশন অডিন্যান্সের ২৩(খ) ধারার অপরাধে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। তাহাকে পড়িয়া শুনাইলে সে নির্দোষ দাবী করে এবং বিচার প্রার্থনা করে। অতঃপর ঘটনা প্রমাণের নিমিত্ত রাষ্ট্র পক্ষে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ নজরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, ঢাকা এবং পি, ডব্লিউ-২ ছুরত আলীর জবানবন্দী ও জেরা গ্রহণ করা হয়। আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হয়। সে নির্দোষ দাবী করে এবং সাফাই সাক্ষী দিবে না বলিয়া জানায়।

বিচার্য বিষয়:

(১) আসামী মোঃ ইসমাইল হোসেন ১৯৮২ সালের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২৩(খ) ধারায় শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ করিয়াছে কি না?

(২) আসামী অপরাধী হইলে তাহার উপর কি পরিমাণ শাস্তি আরোপ করা যাইতে পারে?

সাক্ষ্য বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয় নম্বর-১ ও ২:

মামলাটির সংক্ষিপ্ত বিষয় একত্রে গৃহীত হইল। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ নজরুল ইসলাম মামলার বাদী পূর্বতন সহকারী পরিচালক, মোঃ ফিরোজ কবীরের পক্ষে জবানবন্দি দিয়াছে। শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের আদেশের ভিত্তিতে অত্র মামলা দায়ের করা হয়। নালিশী দরখাস্ত প্রদর্শনী-১ এবং বাদী মোঃ ফিরোজ কবীরের স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১(১)। সাক্ষ্যমতে বাদী মোঃ ফিরোজ কবীর বর্তমানে হেড অফিসে আছে। পি, ডব্লিউ-১ মামলার নালিশী বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে কিছুই জানেনা। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ছুরত আলীর অভিযোগের ভিত্তিতে মোকদ্দমার সূচনা হয়।

পি, ডব্লিউ-২ ছুরত আলী এই মামলার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং আদালতে উপস্থিত আসামী মোঃ ইসমাইল হোসেনকে চিনে। ঘটনা ঘটে আজ হইতে ৫ বৎসর আগে। তাহার ছেলের বিদেশে পাঠানোর ব্যাপারে মানিক নামে এক লোকের কাছে ৬৫,০০০ টাকা দেয় এবং আসামী ইসমাইল হোসেনও তাহার সাথে ছিল। মানিক তাহার ছেলেকে বিদেশে পাঠাইয়াছিল কিন্তু তাহাকে চাকুরী দিতে পারে নাই। ফেরাইয়া চলিয়া আসে। তাই সে এই মামলা করিয়াছে।

জেরায় পি, ডব্লিউ-২ ছুরত আলী বলে যে, মানিক নোয়াখালীর লোক। সে মানিকের হাতে টাকা দেয়। আসামী ইসমাইল হোসেনকে টাকা পয়সা দেয় নাই। মানিককে বহু তালাস অনুসন্ধান করিয়াছে, তাহাকে না পাওয়ায় ইসমাইল হোসেনের বিরুদ্ধে এই মামলা করে। আসামী ইসমাইল হোসেন তাহার এলাকার লোক। আসামী ইসমাইল হোসেন ছাড়া এই লেনদেনের বিষয়ে আর কোন ব্যক্তি জানে না। তাহার ছেলের খোঁজ পাইয়াছে। সে বর্তমানে বিদেশী চাকুরী করিতেছে এবং টাকা পয়সা পাঠাইতেছে।

রাষ্ট্র পক্ষের প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণে প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাদী মোঃ ফিরোজ কবীর হেড অফিসে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও নালিশী দরখাস্ত প্রমাণের জন্য রাষ্ট্র পক্ষে তাহার সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয় নাই এবং আসামী মোঃ ইসমাইল হোসেন যে টাকা নিয়াছে তাহা পি, ডব্লিউ-২ ছুরত আলীর সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয় নাই। বরং পি, ডব্লিউ-২ ছুরত আলীর পুত্র আব্দুর রহিম বিদেশে চাকুরীরত রহিয়াছে এবং টাকা পয়সা পাঠাইতেছে। কাজেই, আসামী মোঃ ইসমাইল হোসেনকে ১৯৮২ সালের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২৩(খ) ধারার আওতায় যে, অভিযোগ সংঘটন করা হইয়াছে তাহা বাদী পক্ষ উপযুক্ত সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। এমতাবস্থায়, আসামী মোঃ ইসমাইল হোসেনকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তাহাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হইল। সুতরাই এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, আসামী মো: ইসমাইল হোসেনের বিরুদ্ধে ১৯৮২ সালের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২৩(খ) ধারার আওতায় আনীত অভিযোগে তাহাকে নির্দোষ সাব্যস্তে খালাস দেওয়া গেল। অবিলম্বে তাহাকে জামিননামার দায় হইতে মুক্ত করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-১৮/৯৫

মো: দেলোয়ার হোসেন, প্রযত্নে মোজাফফর হোসেন মিনাল,
৬৬, এস, এন, সেন রোড, রাজবাড়ী, থানা বন্দর, জিলা নারায়ণগঞ্জ---দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থা, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজার, অপারেশন,
বি, আর, টি, সি, নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো, নারায়ণগঞ্জ---প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব এস, এ, হক জানান যে, মামলাটি চালাইবার জন্য প্রথম পক্ষের instruction নাই। নথি দেখিলাম এবং বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম। অদ্য তারিখের পূর্বেও প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী সময় নিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজযোগ্য। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ৩৪/৯৫

জাহেদা চৌধুরী, সিকিউরিটি গার্ড,
বাড়ী নং ২৬, রোড নং ১, কুসুমবাগ, ঢাকা—বাদী।

বনাম

মিঃ এম, এ, মোতালেব, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং চেয়ারম্যান,
ভেনাস ফ্যাশনস লিঃ, এইচ, ও সোলেমান কোর্ট,
৩/৩ বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, থানা মতিঝিল—বিবাদী।

আদেশের কপি

মামলাটি আসামীর উপস্থিতির জন্য ধার্য আছে। বাদীনি ও আসামী এম, এ, মোতালেব উপস্থিত। বাদীনি জাহেদা চৌধুরী মামলা প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। আসামীর বিজ্ঞ-আইনজীবী ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারায় আসামীকে ডিসচার্জ করিবার জন্য আবেদন করেন। বাদীনীর জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। আসামীর বিরুদ্ধে বাদীর দাবী যথাযথ ও নির্দিষ্ট নহে। কাজেই, আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের স্বপক্ষে যুক্তি নাই। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, আসামী এম, এ, মোতালেব, ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১(এ) ধারায় অত্র ফৌজদারী মামলার অভিযোগের দায় হইতে ডিসচার্জ করা হইল। অবিলম্বে তাহাকে জামিননামার দায় হইতে মুক্ত করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ২/৯৬

রাবেয়া, অপারেটর, কার্ড নং-৮২,
প্রযত্নে নুরুল ইসলাম, ৩৮, পশ্চিম মালিবাগ, ঢাকা—বাদী।

বনাম

(১) মিঃ শফিকুর রহমান, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং চেয়ারম্যান, ওয়ার্ল্ড ফ্যাশন লিঃ, ১০৭, মালিবাগ ডিআইটি রোড, থানা মতিঝিল, ঢাকা-১২১৭।

(২) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম, ডাইরেক্টর, ওয়ার্ল্ড ফ্যাশন লিঃ, ১০৭, মালিবাগ, ডিআইটি রোড, থানা মতিঝিল, ঢাকা-১২১৭।

(৩) মিঃ জামান, প্রডাকশন ম্যানেজার, ওয়ার্ল্ড ফ্যাশন লিঃ, ১০৭, মালিবাগ ডিআইটি রোড, থানা মতিঝিল, ঢাকা-১২১৭—আসামীগণ।

আদেশের কপি

মামলাটি আসামীগণের উপস্থিতির জন্য ধার্য আছে। বাদিনী রাবেয়া অনুপস্থিত। জামিন প্রাপ্ত আসামী নং (১) শফিকুর রহমানের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব বেলাল হোসেন হাজিরা দিয়াছেন। আসামী নং (২) ফেরদৌস আরা বেগম ও (৩) জামান অনুপস্থিত। থানা হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে সমন জারীর প্রতিবেদন আসে নাই। আসামী নং (১) শফিকুর রহমানের বিজ্ঞ-আইনজীবী হলফনামা দাখিল করিয়াছেন। নথি দেখিলাম ও তাহার বক্তব্য শুনিলাম।

আসামী নং (১) শফিকুর রহমান কর্তৃক দাখিলী হলফনামা নথিতে রাখা হইল। বাদিনীও তাহার নিযুক্তীয় আইনজীবি অনুপস্থিত। বাদিনী মোকদ্দমাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য ইতিপূর্বে দরখাস্ত দিয়াছিলেন যাহা নথিভুক্ত রহিয়াছে। এমতাবস্থায় এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, বাদিনীর দাখিলী দরখাস্ত ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় খারিজ করা হইল এবং আসামী নং (১) শফিকুর রহমান (২) ফেরদৌস আরা বেগম ও (৩) জামানকে অত্র মোকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। অবিলম্বে তাহাদের জামিননামার দায় হইতে মুক্ত করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ৫২/৯৫

মোঃ জুলহাস মিয়া,
গ্রাম আইন্তা, পোঃ কুণ্ডা, থানা কেরানীগঞ্জ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চান্দ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
চান্দ ম্যানশন, ৬৬, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(২) মহাব্যবস্থাপক,
চাঁন্দ টেক্সটাইল মিলস লিঃ, কদমতলী, শ্যামপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৭, তারিখ: ৬-১০-৯৬ ইং।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার নিযুক্তীয় আইনজীবী জনাব মোঃ ইব্রাহিম জানান যে, মামলাটি চালাইবার জন্য প্রথম পক্ষের instruction নাই। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফসাল ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশীদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী অদ্য তারিখের পূর্বেও ২ তারিখ সময়ের দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজযোগ্য। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মোকদ্দমা নং-৩৫/৯৬

মোঃ ফিরোজ আলম, পিতা এ ওহাব মিয়া,
প্রযত্নে নাজমা আক্তার, ২০০, শান্তিবাগ, ঢাকা —দরখাস্তকারী।

বনাম

জনাব কামাল আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দি ন্যাশনাল এ্যাপারেলস লিঃ,
৩৮০/৪, পূর্ব রামপরা, থানা সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৯—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৩, তারিখ : ৩-১০-৯৬ইং।

মামলাটি চার্জ গঠনের জন্য ধার্য আছে। বাদী মোঃ ফিরোজ আলম উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। আসামীর বিজ্ঞ-আইনজীবী ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারায় আসামীকে ডিসচার্জ করিবার প্রার্থনায় দরখাস্ত দিয়াছেন। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম। নথি দেখিলাম। ইহা স্বীকৃত যে, বাদীর প্রাপ্য আসামী প্রদান করিতে রাজী হওয়ায় তাহাদের মধ্যে আপোষ হয় এবং মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য বাদী দরখাস্ত দাখিল করে। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আসামীর বিরুদ্ধে বাদীর দাবী যথাযথ ও নির্দিষ্ট নহে। কাজেই, আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের স্বপক্ষে যুক্তি নাই। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, আসামী কামাল আহমেদকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারায় অত্র ফৌজদারী মামলার অভিযোগের দায় হইতে ডিসচার্জ করা হইল। অবিলম্বে তাহাকে জামিননামার দায় হইতে মুক্ত করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং-৭৫/৯৪

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মলয় রি-রোলিং মিলস লিঃ,
পাগলা (বড় বাজার), ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

মোঃ আজাদ হুসাইন ওরফে মোঃ আজাদ মিয়া, প্রযত্নে খোকন ফার্মেসী,
ডাঃ মোঃ আবদুল খালেক, শ্যামপুর রেল লাইন, ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪—
দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৬, তারিখ : ২-১০-৯৬ ইং।

মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতির জন্য কেন খারিজ করা হইবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আবদুর রব ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ মহিউদ্দিন উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ অদ্য তারিখের পূর্বেও ৪ তারিখ অনুপস্থিত থাকে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজযোগ্য। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, কেস নং ৭৪/৯৫

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মলয় রি-রোলিং মিলস লিঃ,
পাগলা (বড় বাজার), ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

মোঃ মিছির আলী, পিতা নূরুল ইসলাম,
প্রযত্নে খোকন ফার্মেসী, ডাঃ মোঃ আবদুল খালেক,
শ্যামপুর, রেল লাইন, ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৬, তারিখ: ২-১০-৯৬ ইং।

মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতির জন্য কেন খারিজ করা হইবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আবদুর রব ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ মহিউদ্দিন উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ অদ্য তারিখের পূর্বে ৪ তারিখ অনুপস্থিত থাকে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজযোগ্য। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৩২/৯৫

মোঃ আবদুল আজিজ, পিতা মৃত আবু তাহের,
গ্রাম মাস্তামডাঙ্গা, ফুলতোলা, খুলনা—দরখাস্তকারী।

বনাম

মোঃ আনোয়ারুল হক, চেয়ারম্যান, টেকনোকন লিঃ,
ইসলাম চেম্বার, (দশ তলা), ১২৫/এ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০—প্রতিপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩, তারিখ: ২-১০-৯৬ ইং।

মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতির জন্য কেন খারিজ করা হইবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ অদ্য তারিখের পূর্বেও ৬ তারিখ অনুপস্থিত থাকে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজযোগ্য। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-৩১/৯৫

মোঃ আলাউদ্দিন, পিতা মৃত জুম্মান মুন্সী,
৫৫/১, নং সুলতানগঞ্জ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

মোঃ আনোয়ারুল হক, চেয়ারম্যান, টেকনোকন লিঃ,
ইসলাম চেম্বার (দশতলা), ১২৫/এ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০—প্রতিপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩, তারিখ ২-১০-৯৬ইং।

মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতির জন্য কেন খারিজ করা হইবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ অদ্য তারিখের পূর্বেও ৬ তারিখ অনুপস্থিত থাকে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ যোগ্য। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অপনুপস্থিত জনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪/৯৬

রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, প্রযত্নে মোঃ দানেশ সরকার,
বাসা নং ৯, ৮ নং ব্যাংক কলোনী, নারায়নগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন, প্রতিনিধিত্বে ইহার পক্ষে চেয়ারম্যান বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি ভবন, ৫ নং দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।

(২) চীফ পার্সোনেল ম্যানেজার, বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি,
৫ নং দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৮, তারিখ ৬-১০-৯৬ইং

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবি জনাব এস, এ, হক জানান যে, মামলাটি চালাইবার জন্য প্রথম পক্ষের Instruction নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মানুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম ও উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি-গণের বক্তব্য শুনিলাম। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ যোগ্য। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিত জনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৫/৯৫

মোঃ কামাল উদ্দিন, ট্রাক ড্রাইভার,
প্রযত্নে হোসেন ফার্মেসী, ২৩, শ্যামলী, ঢাকা—বাদী।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স ন্যাশনাল পলিমার ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ, এবং মেসার্স ন্যাশনাল পলিমার কোং লিঃ, স্কুইব রোড, টংগী, গাজীপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স ন্যাশনার পলিমার ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ, ৩৬ লেক সার্কাস রোড, কলাবাগান, ঢাকা—বিবাদীগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৯, তারিখ ১৫-১০-৯৬ইং

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। অদ্য বেলা ১ টায় আদেশের জন্য নথি পেশ করা হউক।

আদেশ নং ২০, তারিখ পরবর্তী আদেশ

অদ্য আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। এখন বেলা ১টা। প্রথম পক্ষকে ডাকিয়া পাওয়া গেল না এবং কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবির বক্তব্য শুনিলাম। নথি দেখিলাম। অদ্য তারিখের পূর্বেও প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি ৩ তারিখ সময় নিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চাইতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজ যোগ্য। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৫৩/৯৫

মোঃ সোয়ায়েব মিয়া, চান্দ টেক্সটাইল মিলস লিঃ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, কদমতলী, শ্যামপুর, ডাকঘর ফরিদাবাদ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক
চাঁন্দ টেক্সটাইল মিলস লিঃ, চাঁন্দ ম্যানশন, ৬৬, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(২) মহাব্যবস্থাপক,
চাঁন্দ টেক্সটাইল মিলস লিঃ, কদমতলী, শ্যামপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৭, তারিখ ৬-১০-৯৬ইং

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবি জনাব মোঃ ইব্রাহীম জানান যে, মামলাটি চালাইবার জন্য প্রথম পক্ষের instruction নাই। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি অদ্য তারিখের পূর্বেও ২ তারিখ সময়ের দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ যোগ্য। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিত জনিত কারণে খারিজ করা হইল;

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ২০৩/১৯৯৫ ইং

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্স,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক,
সামস গার্মেন্টস লিমিটেড শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং ঢাকা-২১৯২), ৬৮/২, পরানা পলটন, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১২, তারিখ ৩-১০-৯৬ইং

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আবদুর রব এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ মহিউদ্দিন উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। অদ্য তারিখের পূর্বেও প্রথম পক্ষ ১ তারিখ সময়ের দরখাস্ত করে এবং ৩ তারিখ অনুপস্থিত থাকে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজ যোগ্য। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিত জনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অদ্য আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ২০১/৯৫

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা--প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
খিলগাঁও বাজার রেলওয়ে জমিন হকার্স সমিতি,
(রেজিঃ নং ঢাকা-১৭১৯), ৬ নং খিলগাঁও বাজার, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৫, তারিখ ৭-১০-৯৬ইং

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করিলাম। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ মোজাম্মেল হোসেনের জবানবন্দি গৃহীত হইল। প্রথম পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী-১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। প্রথম পক্ষের নিয়োজিত প্রতিনিধির বক্তব্য শুনিলাম।

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারায় প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের ১৯৯১-৯৪ পর্যন্ত বার্ষিক রিটার্ন প্রথম পক্ষের কার্যালয়ে দাখিল না করায় উক্ত ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির আবেদনে অত্র মামলা দায়ের হইয়াছে।

নথি দেখিলাম ও প্রথম পক্ষের নিয়োজিত প্রতিনিধির বক্তব্য শুনিলাম। গত ৩-৬-৯৫ইং তারিখে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে ১৯৯১-৯৪ সাল পর্যন্ত বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় কেন রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করা হইবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য নোটিশ দেওয়া হয় এবং উহা বিলি না হইয়া ফেরত আসিয়াছে। ইহার পরে অত্র মামলা দায়ের করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের জন্য যথেষ্ট কারণ উদ্ভব হইয়াছে এবং তৎহেতুতে উহা বাতিল যোগ্য। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর হইল। ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার বিধান মোতাবেক খিলগাঁও বাজার রেলওয়ে জমিন হকার্স সমিতির রেজিষ্ট্রেশন নং ঢাকা ১৭৯১ বাতিল করার নিমিত্ত প্রথম পক্ষকে অনুমতি প্রদান করা হইল এবং আদেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করারও নির্দেশ দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের ১টি অনুলিপি অবিলম্বে প্রথম পক্ষকে এবং অপর ৩ টি অনুলিপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ২১/৯৪

এস, এম, নজরুল ইসলাম, পিতা মোঃ কফিল উদ্দিন আহমেদ,
১২ নং সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা-৯১০০, থানা ও জেলা খুলনা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, জীবন বীমা টাওয়ার,
১০ নং দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
পক্ষে উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(২) দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড, (প্রশাসন বিভাগ) প্রধান কার্যালয়, জীবন বীমা টাওয়ার,
১০ নং দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
পক্ষে উহার এ্যাসিষ্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট।

(৩) দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড, যশোহর শাখা, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র রোড, যশোহর,
পক্ষে উহার ব্যবস্থাপক।

(৪) দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা শাখা
স্যার ইকবাল রোড, খুলনা-৯১০০, খুলনা,
পক্ষে উহার এ্যাসিষ্টেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত : মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ, (মালিক পক্ষ) সদস্য।
জনাব মঞ্জুরুল আহসান, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখ ২৪-১০-৯৬

রায়

১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার আওতায় দরখাস্তকারীর ৬-২-১৯৯৪ তারিখের বরখাস্ত আদেশ বে-আইনী, বাতিল ও অবৈধ সাব্যস্তে ফিন্সেশন বেনিফিটসহ পূর্ণ বকেয়া বেতনে চাকুরীতে পুনর্বহালের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার প্রার্থনায় দরখাস্তকারী এস, এম, নজরুল ইসলাম কর্তৃক অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, তিনি প্রতিপক্ষের অধীনে ১৩-৫-৮৯ তারিখে ক্যাশ সর্টার পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া ১৭-৫-৮৯ইং তারিখে কাজে যোগদান করেন। তাহার অতীত চাকুরীর রেকর্ড খুব পরিচ্ছন্ন। ইতিপূর্বে তিনি কোন অভিযোগে অভিযুক্ত হন নাই। বা তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনয়ন করা হয় নাই। দরখাস্তকারী সর্বশেষ পদবী এ্যাসিষ্ট্যান্ট অফিসার (ক্যাশ) হিসাবে করণিক ধরণের দায়িত্ব পালন করেন। তাহার কোন প্রশাসনিক, তত্ত্বাবধায়কী এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা ছিল না। তাহার চাকুরী ২৬-১২-৮৯ইং তারিখ হইতে স্থায়ী করা হয়। ২ নং প্রতিপক্ষের ১৮-৫-৮৯ইং তারিখে পত্রের প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী খুলনা শাখায় যোগদান করেন এবং ১৬-৮-৯০ইং তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকের খুলনা শাখায় কর্মরত থাকেন। অতঃপর ৩নং প্রতিপক্ষের অধীনে তাহাকে যশোহর শাখায় বদলী করা

হইলে তিনি ১৬-৮-৯৩ইং তারিখে যথারীতি খুলনা শাখা হইতে ছাড়পত্র পাইবার পর ব্যাংকের যশোহর শাখায় যোগদান করেন। দরখাস্তকারীকে পুনরায় ২ নং প্রতিপক্ষের ১৮-১-৯২ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে খুলনা শাখায় ৪নং প্রতিপক্ষের অধীনে বদলী করা হয় এবং খুলনা শাখায় যোগদান করিবার পর হইতে তৎকালীন এ্যাসিষ্টেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব কামরুল হাসান খান অন্যায়ভাবে তাহার সহিত ব্যক্তিস্বের দ্বন্দ্বে রুষ্ট ও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। তাহার বাড়ী খুলনা শহরে অবস্থিত হওয়ায় প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যাংকের লেন-দেনকারীগণ তাহার সহিত আলাপ আলোচনায় প্রাধান্য দিতেন এবং বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ করিতেন। ইহাতে উক্ত এ্যাসিষ্টেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট তাহার উপর আক্রোশ প্রদর্শন করিতেন। ইতিমধ্যে মাত্র ১ বৎসরের মধ্যে তাহাকে পুনরায় ৩ নং প্রতিপক্ষের অধীনে যশোহর শাখায় বদলী করা হইলে ৪ নং প্রতিপক্ষ তাহাকে ৪-৪-৯৩ইং তারিখের সিবিএলকে:এডিএমএন ৯৩/৮২ নম্বর পত্র দ্বারা তাহাকে রিলিজ অর্ডার প্রদান করেন। ৬-৪-৯৩ইং তারিখে যশোহর শাখায় যোগদান করিবার পর ৪নং প্রতিপক্ষ ১২-৪-৯৩ইং তারিখের পত্র দ্বারা তাহাকে অবগত করান যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্যারান্টি বণ্ডের রক্ষিত তাহার সহি করা বান্ডিলে ৫০০ টাকার নোট ৩৬টি এবং ১০০ টাকার ৭ টি নোট কম পাওয়া গিয়াছে বিধায় তৎকর্তৃক তাহাকে মোট ১৮,৭০০ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২নং প্রতিপক্ষের ১২-৮-৯৩ইং তারিখের পত্রে ৫০ টাকার ১০ টি নোট ঘাটতি হইয়াছে জানাইয়া তাহাকে সর্বমোট ১৯'২০০ টাকা ১৮-৮-৯৩ইং তারিখের মধ্যে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহার পূর্বে ২নং প্রতিপক্ষের ২৬-৪-৯৩ইং ও ১৫-৭-৯৩ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে তাহাকে ১৮,৭০০ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি খুলনা শাখার সহকারী কর্মকর্তা (ক্যাশ) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের যে সকল নোটের বান্ডিল জমা দিয়াছিলেন উহাতে কোনরূপ ঘাটতি ছিল না। বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্যারান্টি বণ্ডের টাকা রাখিবার পর উহা তালাবদ্ধ করিয়া চাবি লইয়া আসিতেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ গ্যারান্টি বণ্ডে রক্ষিত নোটগুলি গণনার জন্য যেদিন ধার্য করিতেন সেইদিন তিনি উপস্থিত হইয়া চাবি দ্বারা গ্যারান্টি বণ্ড খুলিয়া দিতেন। তিনি ৬-৪-৯৩ইং তারিখ হইতে যে সপ্তাহ শুরু হইয়াছে ঐ সপ্তাহে গ্যারান্টি বণ্ড খুলিয়া ৪ নং প্রতিপক্ষের টাকা কয়েকবার বাংলাদেশ ব্যাংকে রাখা হইয়াছিল। ঐ সপ্তাহে যেহেতু তিনি খুলনা শাখায় কর্মরত ছিলেন না সেহেতু তিনি গ্যারান্টি বণ্ড খোলাখুলির সময় বাংলাদেশ ব্যাংকে উপস্থিত ছিলেন না। তাহার এই অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া ৪ নং প্রতিপক্ষ তাহাকে অব্দ ও ক্ষতিগ্রস্থ করিবার অসৎ উদ্দেশ্যে তাহার স্বাক্ষরকৃত নোটের বাণ্ডেলসমূহ হইতে (যেগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তখনও গণনা করা হয় নাই) কিছু নোট সরাইয়া ফেলিতে পারে মর্মে তিনি সংগত কারণেই আশংকা করেন। তিনি আরও বিশ্বাস করেন যে, বাংলাদেশ ব্যাংকে বান্ডিল গণনার সময় প্রকৃত পক্ষে কোন নোট কম পাওয়া যায় নাই এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী ৪ নং প্রতিপক্ষকে নোট ঘাটতির বৃত্তান্ত জানাইয়া উহা সমন্বয় সাধনের নির্দেশ প্রদান করেন নাই। তথাপিও দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ৪নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক নোট ঘাটতির মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করিলে ২ নং প্রতিপক্ষকে উক্ত মিথ্যা অভিযোগ অবহিত করেন। তিনি উক্ত নোট ঘাটতির অভিযোগ অস্বীকার করিয়া ২ নং প্রতিপক্ষের নিকট ইং ৫-৫-৯৩, ২২-৭-৯৩, ১৬-৮-৯৩ এবং ২৬-৮-৯৩ তারিখে পত্র প্রদান করেন। তথাপি প্রতিপক্ষগণ মিথ্যাভাবে টাকা ঘাটতির দায়িত্ব তাহার উপর আরোপের অপচেষ্টা করিয়াছেন। তিনি সাময়িক কর্মচ্যুত থাকালে রূপদিয়া বাজারে বাস দুর্ঘটনায় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। উক্ত বাস দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত ৩ ও ৪ নং প্রতিপক্ষের দফতর অবহিত থাকা সত্বেও আক্রোশ বশতঃ ২ ও ৩ নং প্রতিপক্ষ তাহাকে হেয় ও ক্ষতিগ্রস্থ করিবার

অসৎ উদ্দেশ্যে তাহার বিরুদ্ধে ৬-১২-৯৩ইং তারিখের পত্র ও ২১-১২-৯৩ তারিখে টেলিগ্রামের মাধ্যমে অবৈধ অনুপস্থিতির অভিযোগ উত্থাপন করেন। প্রতিপক্ষ ব্যাংকের যশোহর শাখায় কর্মরত থাকায় তাহার বিরুদ্ধে ২৭-৯-৯৩ইং তারিখে ২নং প্রতিপক্ষের প্রকা/প্রশাসন/৯৩/৩৮২ নং পত্র মোতাবেক একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং ১৪-৯-৯৩ইং তারিখের পত্র দ্বারা তাহাকে চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। তিনি অভিযোগের জবাব প্রদান করেন। অভিযোগ তদন্তের জন্য ১ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ৪ নং প্রতিপক্ষের যোগসাজসে তাহাকে ক্ষতি করার মানসে ৫-১০-৯৩ইং তারিখে একটি মনগড়া তদন্ত করেন এবং উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা আদৌ নিরপেক্ষ ছিলেন না। তদুপরি প্রতিপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য তাহার সম্মুখে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। তাহাকে জেরা করিবার সুযোগ দরখাস্তকারীকে দেওয়া হয় নাই। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার বক্তব্য সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই এবং কি লেখা হইয়াছে তাহাও তাহাকে পড়িয়া শুনানো হয় নাই। তদন্তকারী কর্মকর্তা এক অদ্ভুত পন্থায় তদন্ত পরিচালনা করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা দরখাস্তকারীকে একটি প্রশ্নমালা পূরণ করিয়া দিতে বলিলে তিনি উহা পূরণ করিয়া দেন। ইহা ভিন্ন কোন সাক্ষীর জবানবন্দী, জেরা, তদন্ত কর্মকর্তা গ্রহণ করেন নাই এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। প্রকৃত তদন্তের স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মচারী/কর্মকর্তাসহ প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই এবং সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্র আদৌ পরীক্ষা করা হয় নাই। এমতাবস্থায় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। তাহাকে বে-আইনীভাবে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিয়া রাখা হয় এবং ঘাট দিনের অতিরিক্ত সময়ের পূর্ণ বেতন তাহাকে প্রদান করা হয় নাই। অতঃপর উক্ত তদন্তের ভিত্তিতে ২ নং প্রতিপক্ষ ৫-১০-৯৩ইং তারিখে তদন্তের প্রেক্ষিতে ২নং প্রতিপক্ষ ৬-২-৯৪ইং তারিখের পত্রমূলে তাহাকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করা হয়। তিনি উক্ত বরখাস্ত আদেশ ৮-২-৯৪ইং তারিখের প্রাপ্ত হইয়া ১৬-২-৯৪ইং তারিখে ১নং প্রতিপক্ষের নিকট গ্রীভান্স পিটিশন রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করেন। ১০-৩-৯৪ইং তারিখের পত্র দ্বারা ২নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক তাহার গ্রীভান্স আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু ১—৪ নং প্রতিপক্ষগণের দপ্তর একাধিক শ্রম আদালতের এলাকার মধ্যে অবস্থিত বিধায় আইনের কূটতর্ক এড়াইবার উদ্দেশ্য অত্র আদালতে এই মোকদ্দমা দায়ের করা হয়।

প্রতিপক্ষ কর্তৃক লিখিত জবাব দাখিলের মাধ্যমে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। জবাবে এই মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা তামাদিতে বারিত ও তিনি এ্যাসিষ্ট্যান্ট অফিসার হিসাবে এ্যাটর্নী হোল্ডার বিধায় কখনোই শ্রমিক হিসাবে বিবেচিত হইতে পারেন না। কাজেই, তাহার মোকদ্দমাটি রক্ষণীয়ও নহে। দরখাস্তকারী কর্তৃক ৪নং প্রতিপক্ষের সহিত মনমালিন্য ছিল বা তিনি তাহার উপর রুষ্ট ছিলেন বা তাহাকে হয়রানী করিবার জন্য তিনি ২ নং প্রতিপক্ষের ৩১-৩-৯৩ তারিখের প্রকা/প্রশাসন/৯৩/৮২৬ নম্বর পত্র দ্বারা তাহাকে যশোহর শাখায় পুনরায় বদলী করা হয়। ইহা বিভ্রান্তিকর, মিথ্যা এবং অস্বীকৃত হইয়াছে। বিবাদী পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, দরখাস্তকারী সিটি ব্যাংকের খুলনা শাখায় কর্মরত থাকা অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা শাখার গ্যারান্টি বণ্ডের সিটি ব্যাংকের খুলনা শাখা কর্তৃক বিভিন্ন তারিখ জমাকৃত টাকা ৭-৪-৯৩, ১০-৪-৯৩ ১১-৪-৯৩ ও ১৭-৪-৯৪ তারিখে ব্যাংকের প্রতিনিধি জনাব জহিরুল হকের উপস্থিতিতে গণনাকালে দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর সম্বলিত ৫০০ টাকার ৬টি, ১০০ টাকা ৬টি ও ৫০ টাকার নোটের ৩টি বাণ্ডিলে যথাক্রমে ৩৬, ৭, ১০ পিস অর্থাৎ মোট ১৯,২০০ টাকা ঘাটতি ধরা পড়ে। গ্যারান্টি বণ্ডে প্রেরিত টাকার বাণ্ডিলে ঘাটতি

থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট সিটি ব্যাংকের সুনাম ও ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে এবং উক্ত সময়ের দরখাস্তকারী সিটি ব্যাংকের যশোহর শাখায় কর্মরত থাকার কারণে তাহাকে ঘাটতি বাণ্ডিলসমূহ সরেজমিনে দেখানোর জন্য সমুদয় বাণ্ডিলগুলি সিটি ব্যাংকের খুলনা শাখায় ফেরৎ আনিয়া ক্যাশ ভল্টে রাখিয়া সিটি ব্যাংকের খুলনা শাখায় সাসপেন্স হিসাবে বিকলন করিয়া সমপরিমাণ অর্থ উক্ত শাখা কর্তৃক গ্যারান্টি বণ্ডে পুনরায় জমা দেওয়া হয় এবং বিষয়টি দরখাস্তকারীকে অবগত করা হইলে তিনি ঐ দিনের মধ্যে বর্ণিত ঘাটতি টাকা জমা করিয়া দিবেন বলিয়া মৌখিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তাহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঘাটতি টাকা জমা না দিয়া ১২-৪-৯৩, ২৬-৪-৯৩ এবং ১৫-৭-৯৩ইং তারিখের পত্র দ্বারা লিখিতভাবে তাহাকে ঘাটতির টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহা ব্যতিরেকে খুলনা শাখার ভল্টে রক্ষিত তাহার স্বাক্ষরিত ঘাটতি টাকার বাণ্ডিলগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া স্বহস্তে পরীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তৎমোতাবেক তিনি ৪-৮-৯৩ তারিখে যশোহর শাখা হইতে অবমুক্তি নিয়া দরখাস্তকারী খুলনা শাখায় উপস্থিত হইয়া বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে ফেরত আনা তাহার স্বাক্ষর সম্বলিত ঘাটতির বাণ্ডিলগুলো পরীক্ষা করেন এবং ঘাটতির সত্যতা শাখা ব্যবস্থাপক, জনাব কামরুল আহসান শাখার ২য় কর্মকর্তা জনাব কাজী বাদশা মিয়া এবং ক্যাশ কর্মকর্তা জনাব হাসান-উজ-জামানের উপস্থিতিতে মৌখিকভাবে স্বীকার করেন। কিন্তু ঘাটতির সত্যতা স্বীকার করা স্বত্বেও দরখাস্তকারী ঘাটতি টাকা জমা প্রদান করেন নাই। বার বার তাগিদ দেওয়া স্বত্বেও দরখাস্তকারী ঘাটতির টাকা জমা প্রদান না করিয়া কৌশলে দায়-দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়ার প্রচেষ্টা চালান। ফলে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী স্বজ্ঞানে ও সচেতনতার সাথে মোট ১৯,২০০ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। ফলে উক্ত ঘাটতির অভিযোগে তাহাকে অভিযুক্ত করিয়া অভিযোগ পত্র প্রদান করা হয়। অভিযোগ পত্রের জবাবে তিনি নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করেন। অতঃপর নোটিশ প্রদান করতঃ তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়। তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সব রকম সুযোগ দেওয়া হয়। তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাহাকে বরখাস্ত করিতে বাধ্য হয়। বরখাস্ত করার পূর্বে তাহার পূর্বের চাকুরীর ইতিহাস যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা হয়।

প্রসংগত জবাবে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সিটি ব্যাংক খুলনা শাখা হইতে নিয়মিত খুলনার বাংলাদেশ ব্যাংকে যে টাকা ক্যাশ রেমিটেন্স হিসাবে জমা হয় ব্যাংকে এই টাকা যে দিন জমা দেওয়া হয় সেই দিনই বাংলাদেশ ব্যাংকে গণনা করা হয় না। জমা টাকা গ্যারান্টি রাখিয়া পূর্বের গ্যারান্টি বণ্ড হইতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রয়োজন অনুসারে টাকা বাহির করিয়া গণনা করা হয়। এই সব গণনাকালে যদি কখনো কোন টাকার প্যাকেট কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে, তাহা হইলে খুলনা শাখার প্রতিনিধি অথবা ক্যাশ ইনচার্জ প্যাকেট দিয়া বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে প্যাকেট বদলাইয়া লইয়া আসেন। যার ফলে ত্রুটি-বিচ্যুতির রেকর্ডের খাতায় এই সব টাকা সম্পর্কে কোন কিছুর উল্লেখ থাকে না। বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা শাখার সহিত ভাল সম্পর্ক থাকার কারণেই বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা শাখা, সিটি ব্যাংকে এইভাবে টাকা বদলাইয়া দিয়া থাকে। কোন প্যাকেটে কম বা খারাপ নোট ধরা পড়িলে শুধু প্যাকেটের টপ-ব্যাক আগিলে যাহার সার্টিফিকেট করা প্যাকেট সে ব্যাংকের দাবী নাও মানিতে পারে বা সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারে। তাই যাহার গণনা করা প্যাকেট তাহাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত

করিবার জন্যই বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে প্যাকেট বদলাইয়া আনা হয়। দরখাস্তকারী যখন খুলনা শাখার ক্যাশ ইনচার্জ ছিলেন তখন ভাল টাকার প্যাকেট দিয়া ত্রুটিপূর্ণ প্যাকেট বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে বদলাইয়া আনা হইত। ঘাটতি টাকার প্যাকেটগুলির মধ্যে দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর ছিল। স্বাক্ষরের নীচে ৪-৪-৯৩ইং তারিখ উল্লেখ ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত বিভিন্ন ব্যাংকের গ্যারান্টি বণ্ডের টাকা কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্ট হইতে প্রয়োজন অনুসারে বাহির করিয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের হল সুপারভাইজারদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতেই গণনা করা হয়। ফলে গ্যারান্টি বণ্ডের বাহির করা টাকায় কোন কারচুপি হইতে পারে না। কারণ গণনার সময় হলগুলিতে প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। ইহাছাড়া হলভর্তি লোকের মধ্যে চুপিসারে টাকার প্যাকেট এর স্লিপ বদলাইয়া আনা স্লিপ লাগাইয়া বা টাকা বদলাইয়া পুরায় ঐ টাকার প্যাকেট সেলাই করা প্রায় অসম্ভব। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাহার চাকুরীর ইতিহাস পূর্বাপর বিবেচনাপূর্বক কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে বরখাস্তাদেশ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাজেই, তিনি এই মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না এবং তাহার এই মামলাটি খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত কিনা?

(২) দরখাস্তকারী শ্রমিক সংজ্ঞাভুক্ত কিনা?

(৩) দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত নোট ঘাটতির অভিযোগ খণ্ডনের জন্য তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল কিনা?

(৪) দরখাস্তকারীর তাহার প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইতে পারে কিনা?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪:

সংক্ষিপ্তকরণ ও পর্যালোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি আলোচনার জন্য একত্রে গৃহীত হইল। ইহা স্বীকৃত যে, দরকখাস্তকারী, প্রদর্শনী-১ মূলে ক্যাশ সরকার হিসাবে ১৩-৫-৮৯ তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। প্রদর্শনী-২ মোতাবেক তাহাকে ১৮-১১-৮৯ইং তারিখ হইতে তাহাকে এ্যাসিস্টেন্ট অফিসার (ক্যাশ) হিসাবে আত্মীকরণ করা হয় এবং এই একই তারিখ হইতে তাহাকে স্থায়ী করা হয়। প্রদর্শনী-৩ মোকাবেক ৩১-৩-৯৩ তারিখে সিটি ব্যাংকের খুলনা শাখা হইতে তাহাকে এ্যাসিস্টেন্ট অফিসার ক্যাশ হিসাবে বদলী করা হয় এবং প্রদর্শনী-৪ মোতাবেক তাহাকে খুলনা শাখা হইতে অবমুক্তি করা হয়।

প্রদর্শনী-ঘ সিরিজে রক্ষিত সিটি ব্যাংকের খুলনা শাখার ১৯৯২ সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখে সিবিএলকে/অফিস আদেশ/প্রশাসন/৯২/১৮১ নম্বর স্মারক যুক্ত অফিস আদেশের ১৬ নম্বর ক্রমিকে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী ক্যাশ বিভাগে সাবিক দায়িত্ব পালন করিবেন এবং আমানত সংগ্রহ, ব্যবসা উন্নয়ন ও প্রয়োজনে ব্যাংকের অন্যান্য কাজ করিবেন। কিন্তু তাহার এই দায়িত্ব পালনকালে দরকস্তকারী তাহাকে নিয়োগ দিতে পারেন বা ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন বা প্রশাসনিক ও তত্ত্বাবধায়ক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন এই ধরণের কোন সুস্পষ্ট ক্ষমতা দরখাস্তকারীর ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। কাজেই, দরখাস্তকারী ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(ঙ) ধারা মোতাবেক একজন স্থায়ী শ্রমিক। সুতরাং ২ নং বিচায বিষয় প্রার্থীর অনুকূলে সাব্যস্ত হইল।

প্রসংগতঃ ইহা স্বীকৃত যে, ৬-২-৯৪ইং তারিখের প্রকা/প্রশাসন/৯৪/৫১১ নম্বর স্মারক প্রদর্শনী-১০ মোতাবেক দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং ১৬-২-৯৪ ইং তারিখে প্রদর্শনী-১১ মোতাবেক অনুযোগ পত্র এবং রেজিষ্ট্রী ডাক রশিদ প্রদর্শনী-১১(ক) সিরিজ মোতাবেক প্রেরণ করা হইয়াছে এবং অত্র আদালতে মামলাটি দায়ের হইয়াছে ২৪-৩-৯৪ ইং তারিখে। ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারার বিধান মোতাবেক বরখাস্ত আদেশের প্রেক্ষিতে উদ্ভব হওয়ার কারণের দরুন ১৫ দিনের মধ্যে লিখিত-ভাবে রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে অনুযোগ পত্র পেশ করিতে পারেন এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত অনুযোগ পত্র প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে বিষয়টি অনুসন্ধান করতঃ তাহাকে শুনানীর সুযোগ দিবেন এবং লিখিতভাবে তাহার সিদ্ধান্ত জানাইবেন অন্যথায় ২৫(ক) অনুচ্ছেদ মোতাবেক ২৫(খ) ধারার আওতায় (ক) অনুচ্ছেদ মোতাবেক শেষ তারিখ হইতে ৩০ দিনের অথবা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত দেওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে দরখাস্তকারী শ্রম আদালতে অভিযোগ দায়ের করিতে পারে। আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বরখাস্ত আদেশের প্রেক্ষিতে অনুযোগের কারণের উদ্ভব হয় ৬-২-৯৪ইং তারিখে এবং উহার ১৫ দিনের মধ্যেই অর্থাৎ ১৬-২-৯৪ইং তারিখে দরখাস্তকারী অনুযোগ পত্র প্রেরণ করিয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে দরখাস্তকারী কর্তৃক ২৪-৩-৯৪ইং তারিখে মোকদ্দমা করায় অনুযোগ প্রেরণের ৪৫ দিনের মধ্যেই উহা দাখিল করা হইয়াছে। কাজেই, মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত নহে মর্মে দরখাস্তকারীর অনুকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে নোট ঘাটতি সংলিষ্টে আনীত অভিযোগ প্রসংগে ইহা উল্লেখ্য যে, স্বীকৃতমতে দরখাস্তকারী সিটি ব্যাংকের খুলনা শাখাতে সহকারী অফিসার ক্যাশ হিসাবে ৪-৪-৯৩ইং তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন এবং প্রদর্শনী-৪ হইতেদেখা যায়যে, তিনি ঐ তারিখেই তাহার পদের দায়িত্বমুক্ত হন এবং তাহাকে ৬ই এপ্রিলের মধ্যে যশোহর শাখায় ম্যানেজারের নিকট রিপোর্ট করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রদর্শনী-৮ হইতে দেখা যায় যে, ২৭-৯-৯৩ইং তারিখে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকের খুলনা শাখার সিটি ব্যাংক খুলনা শাখায় গ্যারান্টি বণ্ডে রক্ষিত টাকা ঘাটতি প্রসংগে এক অভিযোগ পত্র আনয়ন করা হইয়াছে। উক্ত অভিযোগ পত্র মতে উক্ত খুলনা শাখা সিটি ব্যাংকে কর্মরত থাকা অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংকে গ্যারান্টি বণ্ডের টাকা ৭-৪-৯৩, ১০-৪-৯৩, ১১-৪-৯৩ এবং ১৭-৪-৯৩ইং তারিখে উক্ত ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসাবে অর্থাৎ খুলনা শাখার প্রতিনিধি হিসাবে জনাব মোঃ জহরুল হকের উপস্থিতিতে গণনাকালে ৫০০ টাকার ৬টি, ১০০ টাকার ৬টি, ও ৫০ টাকার ৩টি ব্যাণ্ডেল যথাক্রমে ৬, ৭ ও ১০ পিস অর্থাৎ মোট ১৯,২০০ টাকা ঘাটতি ধরা পড়ে। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদর্শনী-৯ মোতাবেক জবাব প্রদান করা হয়। প্রদর্শনী-১০ হইতেছে ৬-২-৯৪ইং তারিখ দরখাস্তকারীর বরখাস্ত আদেশ। উক্ত বরখাস্ত আদেশ প্রেক্ষিতে ইহা উল্লেখ্য যে, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের ভিত্তিতে গত ৫-১০-৯৩ইং তারিখে যে তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত তদন্তে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনযায়ী অর্থ আত্মসাৎ ও শৃংখলা ভংগের দায়ে ব্যাংকের চাকুরী হইতে তাহাকে বরখাস্ত করা হয়। উক্ত বরখাস্ত আদেশ সম্পর্কে এই মর্মে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, তদন্ত আদৌ

নিরপেক্ষ ছিল না এবং উক্ত তদন্তে তাহার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য তাহার সম্মুখে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই এবং তাহাকে জেরা করিবার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তাহার নিয়ে যাওয়া সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করায় তাহাকে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। কাজেই, তদন্ত কেয়ার বা যথার্থ নহে বিধায় উহার ভিত্তিতে প্রদত্ত বরখাস্ত আদেশ অবৈধ এবং বে-আইনী বিধায় উহা বাতিলযোগ্য।

দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রদর্শনী "খ" সিরিজ মূলে তদন্ত সম্পর্কিত দাখিলী কাগজাদি হইতে দেখা যায় যে, তদন্তকারী কর্মকর্তার লিখিত প্রশ্নের জবাব দরখাস্তকারী কর্তৃক লিখিতভাবে দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসংগে ডি, ডব্লিউ-১ মোঃ হাবিবুর রহমান জালাল, সিনিয়র অফিসার কর্তৃক তাহার জেরার সাক্ষ্যে এই মর্মে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, সবাই সরবরাহকৃত প্রশ্নপত্র পূরণ করিয়াছেন। তাহার উপস্থিতিতে প্রথম পক্ষকে সাক্ষীদের জেরা করিতে তিনি বলেন নাই এবং তিনি জেরা করিতে চান নাই। প্রথম পক্ষ সাক্ষীদের প্রশ্নপত্র পূরণ করার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে দরখাস্তকারী মোঃ নজরুল ইসলাম কর্তৃক ও তাহার জেরার সাক্ষ্যে এই মর্মে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, তাহার এবং সাক্ষীদের জবানবন্দি না করা সম্বন্ধে তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট কোন দরখাস্ত দেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, তদন্ত কর্মকর্তার সহিত তাহার শত্রুতা ছিল না। পি, ডব্লিউ-১ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে প্রদর্শনী-৮ মূলে নোট ঘাটতি প্রসংগে যে, অভিযোগ পত্র গঠিত হয় তাহার প্রেক্ষিতে ডি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক তদন্ত করা হয়। উক্ত ডি, ডব্লিউ-১ এর সহিত দরখাস্তকারীর কোন শত্রুতা না থাকায় তদন্ত নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন হওয়ার কোন কারণ নাই।

দ্বিতীয়তঃ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য দরখাস্তকারীর পক্ষে কোন সাক্ষী দেওয়ার প্রয়োজন হইলে তিনি তদন্তকারীর কর্মকর্তার ডি, ডব্লিউ-১ এর সমীপে সাক্ষীদের নাম উল্লেখপূর্বক তালিকা সরবরাহ করিতে পারিতেন বা তাহার লিখিত জবাবেও উল্লেখ করিতে পারিতেন যে, তিনি কাহাকে তাহার পক্ষে সাক্ষী প্রদান করিবেন। কিন্তু দরখাস্তকারী কর্তৃক এইরূপ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

তৃতীয়তঃ সাক্ষ্য আইনের বিধানমতে দরখাস্তকারীর জবানবন্দি ও জেরা তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট রেকর্ড না হইলেও লিখিত প্রশ্নাকারে দরখাস্তকারীর জবানবন্দি বা জবাব তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহা স্বীকৃত যে, নোট ঘাটতি প্রসংগে যে ডমিষ্টিক ইনকুয়ারী (Domestic inquiry) করা হইয়াছে এইরূপ তদন্তের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইন অনুসারে সাক্ষীদের জবানবন্দি ও জেরা রেকর্ড না করিলেও চলে যদি কিনা উভয় পক্ষের সাক্ষীদের প্রশ্নাকারে প্রাপ্ত সাক্ষ্য হইতে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা প্রাপ্ত হন এবং তদনুযায়ী তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। এই প্রসংগে ৪৪ ডি, এল, আর (এডি) এ্যাপেলেট ডিভিশন ১৯৯২ এর ২৬৭ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত বশির আহমেদ-বনাম-বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের এবং অপরাপর মোকদ্দমাতে অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। সংশ্লিষ্ট অনুসিদ্ধান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"Labour matter-Opportunity of defence—The domestic tribunal is not a Court to follow procedures of the trial or inquiry according to the Civil Procedure Code. In appropriate cases, considering the facts and circumstance thereof, such a tribunal may arrive at a decision simply by questioning the accused and considering his explanation."

এই প্রসংগে ২৯ ডি, এল, আর (সুপ্রীম কোর্ট) ১৯৭৭, ২৮০ পৃষ্ঠাতে উল্লেখিত বিকাশ রঞ্জন দাস-বনাম-চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা ও অপরাপর মোকদ্দমাতে উল্লেখিত নজির গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে তদন্তের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে দরখাস্তকারীর নিযুক্ত বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক এই মর্মে বক্তব্য উত্থাপন করা হয় যে, দরখাস্তকারীর স্বাক্ষরে বণ্ডে রক্ষিত অর্থ দরখাস্তকারীর সম্মুখে গণনা করায় বা ঘাটতি সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন লিখিত অভিযোগ না থাকায় দরখাস্তকারীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করায় উহা নিরপেক্ষ ও পরিচ্ছন্ন নহে এবং প্রিন্সিপাল অব ন্যাচারাল জাষ্টিস (Principal of natural Justice) এর পরিপন্থী হইয়াছে।

বিজ্ঞ-আইনজীবীর উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তদন্ত কার্যক্রম প্রদর্শনী-খ সিরিজে রক্ষিত তদন্ত প্রতিবেদন ও নোট ঘাটতি সম্পর্কিত খুলনাস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত এ্যাসিষ্টেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সিটি ব্যাংক বরাবরে ১২-৪-৯৩ইং তারিখের স্মারকটি প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা স্বীকৃত যে, কোন ঘাটতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি ঘাটতির নোট সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বরাবরে দেওয়া হইয়া থাকে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রদর্শনী-ক সিরিজে রক্ষিত উপরোল্লিখিত ১২-৪-৯৩ইং তারিখের ৫০০০ টাকার ঘাটতির সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংক ঘাটতির নোট ব্যতিরেকে আর কোন নোট তদন্তে উপস্থাপিত হয় নাই। এই প্রসংগে তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে যে পর্যবেক্ষন দেওয়া হইয়াছে তাহার সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত্ত হইল:

"যে ১৫টি প্যাকেট বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে ফেরত আনা হয় তদন্তকালে উক্ত প্যাকেট-গুলি জনাব এস, এম, নজরুল ইসলামকে সিটি ব্যাংক খুলনা শাখার ম্যানেজার ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব কামরুল আহসান খান, সিনিয়র অফিসার জনাব কাজী বাদশা মিয়া ও ক্যাশ ইনচার্জ জনাব মোঃ হাসানুজ্জামানের উপস্থিতিতে দেখান হইলে সবকটি প্যাকেটের স্বাক্ষরগুলি তাহার অর্থাৎ জনাব এস, এম নজরুল ইসলাম সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত সহকারী কর্মকর্তা (ক্যাশ) তাহার নিজের বলিয়া স্বীকার করেন। তবে ঐ সব টাকার টপ-ব্যাক ও স্লিপগুলি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। জনাব নজরুল কি ধরণের সন্দেহ করেন জানিতে চাহিলে তিনি তাহার স্বাক্ষরযুক্ত টাকার স্লিপগুলি ও স্বাক্ষরযুক্ত টাকা পরে বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানান। এই ধরণের কাজ বাংলাদেশ ব্যাংক ঘটানো কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। কারণ বাংলাদেশ ব্যাংকে টাকা গণনার হলগুলিতে প্রখর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। তাছাড়া হল ভর্তি লোকের মধ্যে চুপিসারে টাকার প্যাকেটের স্লিপ বদলাইয়া অন্য স্লিপ লাগাইয়া বা টাকা বদলাইয়া অন্য টাকা দিয়া পুনরায় ঐ টাকার প্যাকেট সেলাই করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং এই ক্ষেত্রে টাকার স্লিপ বা টাকা বদলী সম্পর্কিত জনাব নজরুলের সন্দেহ গ্রহণযোগ্য নয়।

জনাব নজরুল ৭-৪-৯৩, ১০-৪-৯৩, ১১-৪-৯৩ এবং ১৭-৪-৯৩ইং এই চারদিনে বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা শাখার সিটি ব্যাংক খুলনা শাখায় ক্যাশ রেমিটেন্সের টাকার বিভিন্ন মূল্যমানের

টাকার সর্বমোট যে টাকা ১৯,২০০ (উনিশ হাজার দুইশত) টাকা কম উদঘাটিত হইয়াছে তাহার স্বপক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রমাণপত্র দাবী করিতেছেন। জনাব নজরুলের কথা হইল বাংলাদেশ ব্যাংকে শুধু ১০-৪-৯৩ তারিখেই ৫০০ × ১০ পিস অর্থাৎ ৫০০০(পাঁচহাজার) টাকা কম ধরা পড়িয়াছে। যে বিষয় বাংলাদেশ ব্যাংক ১০-৪-৯৩ তারিখে তাহাদের পত্র নং ১২২৬-৯৪-১৫৬৩ মারফত সিটি ব্যাংক খুলনা শাখাকে অবহিত করেন। বাকী টাকা সম্পর্কে অর্থাৎ টাকা ১৪,২০০ সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা শাখার চিঠি কই?

এই ব্যাপারে সিটি ব্যাংক খুলনা শাখার ম্যানেজার ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব কামরুল আহসান খান, সিনিয়র অফিসার জনাব কাজী বাদশা মিয়া, ক্যাশ ইনচার্জ জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান, সহকারী কর্মকর্তা (ক্যাশ) এবং খুলনা শাখার প্রতিনিধি জনাব জহুরুল হক, সহকারী কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা যায় যে খুলনা শাখার ক্যাশ রেমিটেন্সের কম/বেশী বা ত্রুটিপূর্ণ টাকার প্যাকেট, সনমানের একশত ভাল পিচের প্যাকেটের পরিবর্তেই শুধু বাংলাদেশ ব্যাংক বদলাইয়া দেয়। কিন্তু গত ১০-০৪-৯৩ তারিখে সিটি ব্যাংক খুলনা শাখার ২০-৩-৯৩ তারিখের গ্যারান্টি বণ্ডের টাকা গণনার সময় ৫০০ টাকার ১ টি প্যাকেট ১০ (দশ) পিস কম পাওয়ায় ঐ দিনের সিটি ব্যাংকের প্রতিনিধি জনাব জহুরুল হক সহকারী কর্মকর্তা অন্য টেবিলে টাকা গণনা পর্যবেক্ষণের এক পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা শাখার কর্মকর্তারা হঠাৎ এই ধরণের বেশী টাকা কম পাওয়ায় উক্ত ঘাটতি টাকা নথিভুক্ত করার পরই সিটি ব্যাংকের প্রতিনিধি জনাব জহুরুল হক বিষয়টি জানিতে পারেন এবং সাথে সাথেই বিষয়টি সিটি ব্যাংক খুলনা শাখার ক্যাশ ইনচার্জ জনাব মোঃ হাসানুজ্জামানকে টেলিফোনে জানান। জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান বিষয়টি শাখা ব্যবস্থাপক ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব কামরুল আহসান খানকে জানাইলে শাখা ব্যবস্থাপকের অনুমতিক্রমে জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান ও সিনিয়র অফিসার জনাব কাজী বাদশা মিয়া বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা শাখায় গিয়া দেখেন যে, উক্ত রেকর্ডকৃত ৫০০ টাকার ১০ পিস নোট ছাড়াও পাঁচশত টাকার আরও ৫ টি প্যাকেট হইতে আর ২৬ পিস পাঁচশত টাকার নোট কম ধরা পড়িয়াছে। ক্যাশ রেমিটেন্সের টাকার এত টাকা ঘাটতি দেখিয়া সিটি ব্যাংকের সুনামের খাতিরে বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা শাখার কর্মকর্তাদের উক্ত ঘাটতি টাকা নথিভুক্ত না করার জন্য সিনিয়র অফিসার জনাব কাজী বাদশা মিয়া ও ক্যাশ ইনচার্জ জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান অনুরোধ করেন। তাই বাকী টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের নথিভুক্ত না করিয়াই ভাল প্যাকেট দিয়া আগের ১টি ও পরের পাচটি প্যাকেটসহ নোট ৫০০ টাকার ৬টি প্যাকেট বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা শাখা হইতে বদলাইয়া আনা হয়।"

উপরোক্ত উদ্ধৃত পর্যবেক্ষণ হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, বণ্ডে রক্ষিত টাকা ৭-৪-৯৪ ১০-৪-৯২, ১১-৪-৯৩ এবং ১৭-৪-৯৩ তারিখ এই চারদিনে গণনা করা হয়। এই গণনাতে দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় এবং এই গণনাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তরফ হইতে ঘাটতি সম্পর্কে কোন লিখিত নোট না আসায় প্রিন্সিপাল অব ন্যাচারাল জাস্টিস (Principal of natural justice) এর দৃষ্টিতে এই বিষয়টি তদন্তে বিবেচিত না হওয়ায় আমি মনে করি যে, তদন্ত ঠিক যতটুকু পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন ছিল ততটুকু পরিচ্ছন্ন হয় নাই। কাজেই,

অপরিচ্ছন্ন তদন্তের ভিত্তিতে দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করার মত পর্যাপ্ত কারণ নাই মর্মেও আমার নিকট প্রতীয়মান হয়। তবে প্রদর্শনী-ক সিরিজে রক্ষিত কাগজাদি হইতে ইহা পরিস্কার যে, দরখাস্তকারীর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে তিনি বিশ্বস্ততা হারাইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ দরখাস্তকারীর কর্তৃপক্ষ একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। সততা, বিশ্বস্ততা এবং সু আচরণের বিষয়সমূহ এই সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচ্য হইয়া থাকে। আলোচ্য ক্ষেত্রে যেহেতু দরখাস্তকারী একজন ক্যাশ বিভাগের কর্মচারী এবং তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পরিছন্ন না হওয়ার কারণে তাহার বরখাস্ত আদেশটিকে আলোচ্য পরিস্থিতে টারমিনেশনে রূপান্তরিত করা হইলে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আমি মনে করি।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে আংশিক মঞ্জুর হইল। দরখাস্তকারীর ৬-২-৯৪ তারিখের বরখাস্ত আদেশকে টারমিনেশন আদেশে রূপান্তরিত করা হইল এবং অদ্য হইতে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে দরখাস্তকারীকে টারমিনেশনের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি অনুলিপি সরকার বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ১৯/৯৬

মোঃ মমতাজ উদ্দিন, পিতা মোঃ কেরামত আলী,
গ্রাম বহেরার চান্দা, ডাকঘর খিলা বেরাইদ, জেলা গাজীপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) শ্রীপুর টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, ইহার পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
জাতীয় স্কাউট ভবন, (১১ থেকে ১৩ তলা পর্যন্ত),
৭০/১, পুরানা পল্টন লাইন, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শ্রীপুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
জাতীয় স্কাউট ভবন, (১১ থেকে ১৩ তলা পর্যন্ত),
৭০/১, পুরানা পল্টন লাইন, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

(৩) মহা-ব্যবস্থাপক,
শ্রীপুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ, কেওয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর।

(৪) জনাব মোঃ জহুরুল হক, ম্যানেজার (টেকনিক্যাল),
শ্রীপুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ, কেওয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর।

(৫) জনাব মোঃ শহিদুল আলম, শ্রম কর্মকর্তা,
শ্রীপুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ, কেওয়া, শ্রীপুর গাজীপুর।

(৬) জনাব মোঃ আবু তাহের, সহঃ প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
শ্রীপুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ, কেওয়া শ্রীপুর, গাজীপুর—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৪, তারিখ ৬-১০-৯৬

প্রথম পক্ষ মোঃ মমতাজ উদ্দিন উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। প্রার্থনা মতে নথি অদ্য পেশ করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষ মোঃ মমতাজ উদ্দিনকে মৌখিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল। তাহার নিযুক্তিয় বিজ্ঞ-আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে চাহে না বিধায় উহা প্রত্যাহার করার আবেদন করেন। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ২০/৯৬

মোঃ শাহাবুদ্দিন, পিতা মোঃ আবেদ আলী,
গ্রাম চামথা, ডাকঘর নিওয়ারী, থানা গফরগাঁও, জিলা ময়মনসিংহ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) শ্রীপুর টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, ইহার পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
জাতীয় স্কাউট ভবন, (১১ থেকে ১৩ তলা পর্যন্ত),
৭০/১, পুরানা পল্টন লাইন, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শ্রীপুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
জাতীয় স্কাউট ভবন, ন১১ থেকে ১৩ তলা পর্যন্ত),
৭০/১, পুরানা পল্টন লাইন, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

(৩) মহা ব্যবস্থাপক,
শ্রীপুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ, কেওয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর।

(৪) জনাব মোঃ জহুরুল হক, ম্যানেজার (টেকনিক্যাল),
শ্রীপুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ, কেওয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর।

(৫) জনাব মোঃ শহিদুল আলম, শ্রম কমকর্তা,
শ্রীপুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ, কেওয়া, শ্রীপুর গাজীপুর।

(৬) জনাব মোঃ আবু তাহের, সহঃ প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
শ্রীপুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ, কেওয়া শ্রীপুর, গাজীপুর—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৪ তারিখ ৬-১০-৯৬

প্রথম পক্ষ মোঃ শাহাবুদ্দিন উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। প্রার্থনা মতে নথি অদ্য পেশ করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষ মোঃ শাহাবুদ্দিনকে মৌখিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল। তাহার নিযুক্তির বিজ্ঞ-আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে চাহে না বিধায় উহা প্রত্যাহার করার আবেদন করেন। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজজাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৬১/৯৪

মোঃ মহিউদ্দিন, হিসাব সহকারী, হিসাব বিভাগ,
বি, আই, ডব্লিউ, টি, টি, প্রযত্নে বঙ্গবন্ধু সড়ক, করিম মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন,
ইহার পক্ষে চেয়ারম্যান।

(২) মুখ্য কর্মচারী ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন,
সর্ব সাকিন-৫ দিলকুশা বা/এ, থানা মতিঝিল, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২০, তারিখ ৬-১০-৯৬

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব এস, এ, হক জানান যে, মামলাটি চালাইবার জন্য প্রথম পক্ষের instruction নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। অদ্য তারিখের পূর্বেও প্রথম পক্ষের নিযুক্তায় বিজ্ঞ-আইনজীবী ২ তারিখ সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ যোগ্য। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিত জনিত কারণে খারিজ করা হইল

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৬২/৯৪

খান আহসান হাবিব, কোড নং-২৩১৩৪
হিসাব বিভাগ, বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন,
১৯, বঙ্গবন্ধু সড়ক, করিম মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষগণ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন,
পক্ষে—ইহার চেয়ারম্যান।

(২) মুখ্য কর্মচারী ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন,
সর্ব সাকিন-৫ দিলকুশা বা/এ, থানা মতিঝিল, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ

আদেশের কপি

আদেশ নং ২১, তারিখ ৬-১০-৯৬

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব এস, এ, হক জানান যে, মামলাটি চালাইবার জন্য প্রথম পক্ষের instruction নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। অদ্য তারিখের পূর্বেও প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবি ২ তারিখ সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ যোগ্য। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিত জনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৬৩/৯৪

মোঃ মোনায়েম হোসেন হাওলাদার, নিম্নমান সহকারী/মুদ্রাক্ষরিক, বাণিজ্যিক বিভাগ, বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ১৯, বংগবন্ধু সড়ক, করিম মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন, পক্ষে—ইহার চেয়ারম্যান।

(২) মুখ্য কর্মচারী ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন, সর্বসাকিন-৫, দিলকুশা বা/এ, থানা মতিঝিল, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২০, তারিখ: ৬-১০-৯৬ ইং।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব এস, এ, হক জানান যে, মামলাটি চালাইবার জন্য প্রথম পক্ষের instruction নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী হাজির রহিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। অদ্য তারিখের পূর্বেও প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী ২ তারিখ সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজযোগ্য। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩ টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৬৪/৯৪

মো: শামছুল হক, হিসাব সহকারী, হিসাব বিভাগ,
বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি, ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন,
১৯, বংগবন্ধু সড়ক, করিম মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন,
পক্ষে—ইহার চেয়ারম্যান।

(২) মুখ্য কর্মচারী ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন,
সর্বসাকিন-৫, দিলকুশা বা/এ, থানা মতিঝিল, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২০, তারিখ : ৬-১০-৯৬ইং

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব এস, এ, হক জানান যে, মামলাটি চালাইবার জন্য প্রথম পক্ষের instruction নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। অদ্য তারিখের পূর্বেও প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী ২ তারিখ সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজযোগ্য। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩ টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৬৫/৯৪

মোঃ রফিকুল ইসলাম, উচ্চমান সহকারী, বাণিজ্যিক শাখা,
বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি, ওয়ার্কস ইউনিয়ন,
১৯, বংগবন্ধু সড়ক, করিম মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন,
পক্ষে—ইহার চেয়ারম্যান।

(২) মুখ্য কর্মচারী ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন,
সর্বসাকিন-৫, দিলকুশা বা/এ, থানা মতিঝিল, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২০, তারিখ: ৬-১০-৯৬ ইং।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব এস, এ, হক জানান যে, মামলাটি চালাইবার জন্য প্রথম পক্ষের instruction নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। অদ্য তারিখের পূর্বেও প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী ২ তারিখ সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজযোগ্য। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৮৬/৯৪

দেওয়ান মঈন উদ্দিন আহাম্মদ,
বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি, নাবিক এণ্ড কর্মচারী ইউনিয়ন,
৫ নং ঘাট, জাহাজী শ্রমিক ভবন, নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন,
পক্ষে—ইহার চেয়ারম্যান।

(২) মুখ্য কর্মচারী ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন,
সর্বসাকিন-৫, দিলকুশা বা/এ, থানা মতিঝিল, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২০, তারিখ: ৬-১০-৯৬ ইং।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব এস, এ, হক জানান যে, মামলাটি চালাইবার জন্য প্রথম পক্ষের instruction নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। অদ্য তারিখের পূর্বেও প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী ২ তারিখ সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজযোগ্য। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৮৭/৯৪

সৈয়দ ইমাম হোসেন,
বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি, নাবিক এণ্ড কর্মচারী ইউনিয়ন,
৫ নং ঘাট, জাহাজী শ্রমিক ভবন, নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন,
পক্ষে—ইহার চেয়ারম্যান।

(২) মুখ্য কর্মচারী ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন,
সর্বসাকিন-৫, দিলকুশা বা/এ, থানা মতিঝিল, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২০, তারিখ: ৬-১০-৯৬ ইং

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবি জনাব এস, এ, হক জানান যে, মামলাটি চালাইবার জন্য প্রথম পক্ষের instruction নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। অদ্য তারিখের পূর্বেও প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী ২ তারিখ সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজযোগ্য। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩ টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ২৪/১৯৯৫ ইং

মোহাম্মদ রজনুর রহমান, পিতা মোমতাজ আলী,
গ্রাম চকিয়া চাপুর, পোঃ পাইকুড়াটি, থানা ধরম পাশা,
জেলা সুনামগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

মোঃ হাদীসুর রহমান, মালিক, আরাফাত পাবলিকেশন্স ও প্রিন্টিং প্রেস,
৩/১, নং কবিরাজ গলি, পাটুয়াটুলী, ঢাকা-১০০০—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৮, তারিখ: ৭-১০-৯৬ ইং।

মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে কেন খারিজ করা হইবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব কবির উদ্দিন আহম্মদ জানান যে, মামলাটি চালাইবার প্রথম পক্ষের instruction নাই। কাজেই, মামলাটি খারিজযোগ্য। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মো: নং ৭/৯৬

মো: আনোয়ার হোসেন, পিতা মরহুম নঈমুদ্দিন প্রামানিক,
বন্দীরাম চর, পো: সাথিয়া, জেলা পাবনা, বর্তমানে (রূপালী ব্যাংক, মথুরা হাট (নগরবাড়ী হাট শাখায় গার্ড হিসাবে কর্মরত) রূপালী ব্যাংক,
মথুরা হাট শাখা, থানা বেড়া, পো: পুরান ভারেঙ্গা, জেলা পাবনা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) রূপালী ব্যাংক লি:,
৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা এর প্রতিনিধিত্বে—ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(২) মহা ব্যবস্থাপক, প্রশাসন,
রূপালী ব্যাংক লি:, ৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(৩) উপ-মহা ব্যবস্থাপক, কর্মচারী প্রশাসন বিভাগ,
প্রধান কার্যালয়, রূপালী ব্যাংক লি:, ৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(৪) ব্যবস্থাপক, রূপালী ব্যাংক,
মথুরা হাট শাখা, পো: পুরান ভারেঙ্গা, থানা বেড়া, জেলা পাবনা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২০, তারিখ ১২-১০-৯৬ ইং।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া নেওয়ার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ হাজির। দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মঞ্জুরুল আহসান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ ;

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি তাহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রত্যাহার করার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৬৬/৯৪

রাজিয়া বেগম, কার্ড নং-৯৩৩, অপারেটর, স্বামী আব্দুল সালাম,
গ্রাম মধুপুর, পোঃ রাজানক, থানা ঢাকিয়া,
বর্তমান ঠিকানা : ২৭২ মালিবাগ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মহাব্যবস্থাপক, ওয়ার্ল্ড ফ্যাশন (প্রাঃ) লিঃ,
১০৭, ডি, আই, টি, রোড, মালিবাগ, ঢাকা।

(২) প্রডাকশন ম্যানেজার, ওয়ার্ল্ড ফ্যাশন্স (প্রাঃ) লিঃ,
১০৭, ডি, আই, টি, রোড, মালিবাগ, ঢাকা।

(৩) পারসোন্যাল ম্যানেজার, ওয়ার্ল্ড ফ্যাশন্স (প্রাঃ) লিঃ,
১০৭, ডি, আই, টি, রোড, মালিবাগ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৪, তারিখ : ১২-১০-৯৬ ইং।

মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে কেন খারিজ করা হইবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মঞ্জুরুল আহসান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম ও প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। অদ্য তারিখের পূর্বেও প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী ৫ তারিখ সময় নিয়াছেন। প্রথম পক্ষের অদ্য দাখিলী সময়ের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজযোগ্য। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ৬৫/৯৫

মাহবুবুল আলম, পিতা হাজী সাবিদুর রহমান,
৮২, ব্রাহ্মণচিরণ, সায়েদাবাদ, থানা ডেমরা, ঢাকা—অভিযোগকারী।

বনাম

(১) মইনুল হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিতা মৃত তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), দি নিউ নেশন, ১, আর, কে, মিশন রোড, থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(২) জীবন চৌধুরী, সিনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, দি নিউ নেশন, ১, আর, কে, মিশন রোড, থানা সূত্রাপুর, ঢাকা—অভিযুক্তগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩, তারিখ: ১৫-৯-৯৬ ইং।

মামলাটি আসামী কর্তৃক দাখিলী ৭-৫-৯৬ তারিখের দরখাস্ত শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী ও আসামী নং (২) জীবন চৌধুরী হাজিরা দিয়াছেন। জামিনপ্রাপ্ত আসামী নং (১) মইনুল হোসেনের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী মো: মনিরুজ্জামান হাজিরা দিয়াছেন। আসামী কর্তৃক ৭-৫-৯৬ইং তারিখের দাখিলী দরখাস্ত শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। উভয় পক্ষের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম।

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারা মোতাবেক দরখাস্তকারী জনাব মাহবুবুল আলম কর্তৃক দায়েরী একটি মোকদ্দমা। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২৬-৬-৯৫ইং তারিখে বাদীকে টারমিনেশন করা হয় কিন্তু আসামী নং (১) মইনুল হোসেন ও (২) জীবন চৌধুরী তাহার টারমিনেশন বেনিফিট পরিশোধ করেন নাই বিধায় উপরোল্লিখিত আইনের ৫(২) ধারা লংঘন করিয়া ২০ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

আসামী পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, তাহার চাকুরীর শর্ত অনুযায়ী টারমিনেশনের বেনিফিট গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয় কিন্তু বেনিফিটের দাবীর বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে উহা পরিশোধ করা সম্ভব হয় নাই এবং উক্ত টারমিনেশন বেনিফিট পাওয়ার জন্য দরখাস্তকারী কর্তৃক অত্র আদালতে অভিযোগ কেস নং ৭৬/৯৫ দায়ের করা হইয়াছে এবং উহা বিচারাধীন। কাজেই, অত্র ফৌজদারী মামলা বাতিলযোগ্য।

অত্র মামলার নথি ও অভিযোগ মামলা নম্বর ৭৬/৯৫ এর নথি পর্যালোচনা করা হইল। ইহা স্বীকৃত যে, বিরোধীয় টারমিনেশন বেনিফিটের দাবী সম্পর্কীত অভিযোগ মামলা নম্বর ৭৬/৯৫ অত্র আদালতে বিচারাধীন। কাজেই, ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বাদীর টারমিনেশনের বেনিফিট দাবীর বিষয়ে বোনাফাইড ডিসপিউট (Bonafide disputs) বিদ্যমান এবং অভিযোগ গঠনের স্বপক্ষে পর্যাপ্ত উপকরণ নাই। উপরোক্ত বাদীর টারমিনেশন বেনিফিটের দাবী অভিযোগ মোকদ্দমা নং ৭৬/৯৫ এর একটি ইস্যু। এমতাবস্থায় আসামী-দ্বয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের স্বপক্ষে যুক্তি নাই। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, আসামী নং (১) মইনুল হোসেন ও (২) জীবন চৌধুরীকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারায় অত্র ফৌজদারী মামলার অভিযোগের দায় হইতে ডিসচার্জ করা হইল। অবিলম্বে তাহাদিগকে তাহাদের স্ব-স্ব জামিননামার দায় হইতে মুক্ত করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ২৪৬/৯৫

আবদুল জলিল, পিতা জালাল আহম্মদ,
সাং একলাছপুর, ডাকঘর একলাছপুর বাজার, থানা বেগমগঞ্জ, জেলা নোয়াখালী।
বর্তমানেরঃ হেলপার, বিভাগ, ওয়েনডিং, টোকেন নং ৮৮, শাখা-খ, মিল নং-১,
লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ, ডেমরা, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ এর পক্ষে
মহাব্যবস্থাপক, জনাব মেজর (অবঃ) খাইরুল আলম,
লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ,

(২) মোঃ সিরাজুল ইসলাম, বিভাগীয় প্রধান, ওয়েনডিং বিভাগ,
লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ, সাং ডেমরা বাজার, থানা ডেমরা, ঢাকা—
দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩, তারিখঃ ২৭-১০-৯৬ ইং।

মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতির জন্য কেন খারিজ করা হইবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য কার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী খোরশেদ আলী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব এস, এ, খালেক উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত

হইল। নথি দেখিলাম ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ অদ্য তারিখের পূর্বেও ৭ তারিখ অনুপস্থিত থাকে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

দেওয়ান দেলওয়ার হোসেন, (অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রক), (উপ-নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে নিয়োজিত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ সিকান্দার আলী মণ্ডল, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।